জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ড্রেনের জলে মৃত্যু

ড্রেনের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু লিলুয়ার ভাগাড়ে। অভিষেক রাও নামে বছর পনেরোর যুবক ড্রেনের জলে পড়ে নিখোঁজ হয়। সন্ধ্যায় দেহ উদ্ধার হয়। ভাগাড় নিয়ে এলাকায় বহু অভিযোগ

সপ্তাহান্তে হাওয়া বদল

দক্ষিণবঙ্গে গলদঘর্ম অবস্থা। শুক্রবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। আগামী সাতদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি

কর্নাটকে শপথ নয়া মুখ্যমন্ত্রী শিবকুমারের, ডেপুটি পরমেশ্বর

ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পাবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩ ● ৪ জুন, ২০২৬ ● ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 3 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 4 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

ভেঙে দেওয়া হল তৃণমূলের সমস্ত সাংগঠনিক কমিটি, শাখা সংগঠন

প্রতিবেদন : রাজ্যের সব কমিটি ও শাখা সংগঠন ভেঙে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভেঙে দেওয়া হল তৃণমূলের মাদার, যুব তৃণমূল, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস-সহ সমস্ত কমিটি। বুধবার তৃণমূলের অফিসিয়াল সাইটে জানানো হয়েছে, কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। নতুন করে গড়ে তোলা হবে তৃণমূল কংগ্রেসকে।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, গভীর ও সুচিন্তিত বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কমিটি এবং এর সকল শাখা সংগঠন ভেঙে দেওয়া হল। দল প্রতিটি স্তরে আত্মবিশ্লেষণ, কর্মদক্ষতা পর্যালোচনা এবং সাংগঠনিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল বা পর্যালোচনার ভিত্তিতে, মূল দল এবং সমস্ত শাখা সংগঠনের কাঠামো পুনর্গঠন করা হবে এবং যথাসময়ে তা ঘোষণা করা হবে। দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে এই উদ্যোগ। নতুন উদ্যম ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য দলকে প্রস্তুত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ-প্রসঙ্গে বিধায়ক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, তৃণমূলের সাংগঠনিক কমিটি ও শাখা সংগঠন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও এক স্বার্থান্বেষী মহল একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা সঠিক নয়, মিথ্যাচার। তৃণমূল যেমন ছিল, তেমনই আছে এবং থাকবে। তৃণমূল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমার্থক। বাংলার মানুষের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে তৃণমূলকে। জেলার নেতা-কর্মীরা ফোন করছেন। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন এবং থাকবেন।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

তুমি

আকাশ তুমি বৃষ্টি দিলে
হৃদয় দিল হাওয়া,
অরণ্য তুমি সবুজ দিলে,
মাটিতে পেলাম ছায়া।
আঁধার তুমি নিদ্রা দিলে
আলো দিলে স্বপ্ন ছোঁয়া
পৃথিবী তুমি বাঁচতে দিলে
এ জীবন দেওয়া নেওয়া।
শৈশব তুমি সকাল দিলে
যৌবন আনল তারুণ্য,
মধ্যাহ্ন তুমি সফলতা দিলে
জীবন হলো ধন্য।
শিক্ষা তুমি জ্ঞান দিলে
সংস্কৃতি দিল সভ্যতা
ভাষা তুমি অধিকার দিলে
সবার মাঝেই বারতা।

চূড়ান্ত অনৈতিক পদক্ষেপ স্পিকারের

বহিষ্কৃত বিধায়ককে কেন পরিষদীয় পদ? প্রশ্ন সর্বত্র

প্রতিবেদন : বহিষ্কৃত বিধায়ককে পরিষদীয় পদ দিয়ে চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ করলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। বুধবার এই ঘটনা ঘটিয়ে স্পিকার কার্যত বুঝিয়ে দিলেন আগামী দিনে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপি এই ধরনের একাধিক পদক্ষেপ করবে। আর তার পিছনের কারিগর হবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ, যাঁর পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা আলাদা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাঁদের সই-করা চিঠি আজ স্পিকারকে জমা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ বিধায়ক আবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জমা-দেওয়া চিঠিতেও সই করেছেন। পরিষদীয় পদের তকমা পাওয়া বিধায়ক শুধু তৃণমূল থেকেই বহিষ্কৃত নন, এর আগে বাম দল থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। অর্থাৎ বহিষ্কৃত এবং যাঁর রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে, তাঁকেই স্পিকার স্বীকৃতি দিলেন! এ-নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, যে-সমস্ত বিধায়ককে নিয়ে বিজেপি মহারাষ্ট্রের ঢঙে রাজনৈতিক জালিয়াতি এবং জোচ্চুরির খেলায় নেমেছে, তাঁদের অনেকেই গোপনে জানাচ্ছেন, (এরপর ৬ পাতায়)

ডিএ-র বকেয়া মেটানো দূরস্থ, তার আগে বায়োমেট্রিক শাসনেই রাজ্য

প্রতিবেদন : বকেয়া ডিএ এখনও মেটানোর নামগন্ধ নেই, এখনও শুধু প্রতিশ্রুতি! সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েই সরকারি কর্মীদের উপর কড়া নজরদারি শুরু করে দিল বাংলার বিজেপি সরকার। শুরু হয়ে গেল বায়োমেট্রিকের শাসন। অর্থাৎ মহার্ঘ ভাতা নিয়ে আশার বাণী বিলিয়েই সরকারি কর্মীদের উপর নজরদারির কড়া ফাঁস তৈরি করে দিল রাজ্য।

নতুন বিজেপি সরকারের এখনও এক মাস বয়স হয়নি। এর মধ্যেই নবান্ন থেকে জারি হওয়া নির্দেশিকা ঘিরে সরকারি কর্মচারী মহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কর্মচারীদের একাংশের প্রশ্ন, ডিএ-র বকেয়া মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েই কি

এবার বায়োমেট্রিক-শাসনের পথে হাঁটছে সরকার? অর্থ দফতরের জারি করা নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী ১৫ জুন থেকে নবান্নে ফেস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। শুধু হাজিরা নয়, অফিসে ঢোকা এবং বেরোনোর সময়ও মুখ দেখিয়ে উপস্থিতি নথিভুক্ত করতে হবে। সকাল ১১টার পরে এলেই 'অনুপস্থিত', বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে বেরোলেই 'আগেভাগে অফিস ছাড়া' বলে গণ্য করা হবে। একই দিনে দুটি ঘটলে কাটা যাবে এক দিনের ছুটি।

কর্মচারীদের একাংশের অভিযোগ, যে সরকার কয়েকদিন আগেই ডিএ নিয়ে 'সুখবর'-এর ইঙ্গিত দিয়েছিল, সেই সরকারই এখন প্রথমে হাজিরা, ছুটি ও বেতন কাটার নিয়ম কড়া করতে ব্যস্ত। তাঁদের বক্তব্য, সরকারি কর্মীদের উপর আস্থা রাখার বদলে নজরদারি ও (এরপর ৬ পাতায়)

পুলিশি ভোগান্তি থেকে বিজেপির সন্ত্রাস, তৃণমূল সরব নবান্ন-বৈঠকে

প্রতিবেদন : পুলিশি অসহযোগিতা থেকে বিজেপির সন্ত্রাস নিয়ে নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে সরব হলেন তৃণমূল বিধায়কেরা। একই সঙ্গে তাঁরা তুলে ধরলেন এলাকার উন্নয়ন ও জনস্বার্থের বিষয়ও। বৈঠক শেষে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এটা প্রশাসনিক বৈঠক। এলাকার মানুষের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই নবান্নে এসেছিলাম। তিনটি বিষয় নিয়ে বললাম এবং (এরপর ৬ পাতায়)

আবাসের বাড়ির নামে কাটমানি চেয়ে জনরোষে বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, মালদহ : আবাসের বাড়ি দেওয়া এবং প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করে দেওয়ার নামে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রচুর কাটমানি তুলেছিলেন গুণধর বিজেপি নেতা। কারও কাছে ২ হাজার, কারও কাছে ৫ হাজার, এমনকী ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত তুলেছিলেন ওই বিজেপি নেতা। কিন্তু গ্রামবাসীদের কোনও সুরাহা হয়নি। এবার সেই টাকা ফেরত চেয়ে বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করলেন গ্রামবাসীরা। বুধবার মালদহের মানিকচকের চণ্ডীপুরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়ার সুবাদে গ্রামের বহু পরিবারের কাছ থেকে বাড়ি অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার

মানিকচকের চণ্ডীপুর। বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও।

নাম করে টাকা তুলেছে ওই বিজেপি নেতা বলে অভিযোগ। ঘটনায় মালদহের মানিকচক ব্লকের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মটোলা এলাকার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। কাঠামানি ফেরত দিতে হবে— এই দাবিতে বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা নিরঞ্জন মণ্ডল বাড়িতে তালা দিয়ে চম্পট। উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য মৌসুমি মণ্ডল। তাঁর স্বামী নিরঞ্জন বিজেপি নেতা। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে না দিচ্ছে কোনও আবাস (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 June, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২০ বাসু চ্যাটার্জি (১৯৩০-২০২০) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রেম-ভালবাসা নিয়ে সিনেমা তৈরি করতেন। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে রজনীগন্ধা, বাতোঁ বাতোঁ মে, এক রুকা হুয়া ফাসলা, চিতচোরের মতো কালজয়ী ছবি।

১৯৩২ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে শ্রীম (১৮৫৪-১৯৩২) এদিন কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রেষ্ঠ কীর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচনা। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের শেষ চার বছরে পঞ্চাশটির মতো দেখাসাক্ষাতের নিপুণ বিবরণ তিনি যত্নসহকারে তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। যা পরে বই আকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত নামে প্রকাশিত হয়ে অসাধারণ খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৭০ প্রশান্ত মহাসাগরে ১৬৯টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত টোঙ্গা স্বাধীনতা লাভ করে। এটি ফিজির প্রায় ৬৯৭ কিমি উত্তর-পশ্চিমে এবং নিউজিল্যান্ডের প্রায় ১৯১৭ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পলিনেশীয় দ্বীপগুলির মধ্যে একমাত্র টোঙ্গাতেই রাজতন্ত্র টিকে আছে। নুকু'আলোফা এটির রাজধানী, প্রধান বন্দর ও বৃহত্তম শহর। টোঙ্গা ১৯৯৯-এর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জানুয়ারি ২০২২-এ, হুঙ্গা টোঙ্গা-হুঙ্গা হা'পাই আগ্নেয়গিরি, টোঙ্গাটাপু প্রধান দ্বীপের ৬৫ কিমি (৪০ মাইল) উত্তরে, অগ্ন্যুৎপাত হয়। চারজন লোক মারা যান, যার মধ্যে একজন ব্রিটিশ নাগরিকও ছিলেন যিনি তাঁর কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন।

১৯৮৩ সতীশচন্দ্র সামন্ত (১৯০০-১৯৮৩) মহিষাদলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় সতীশচন্দ্র পাঠ অসমাপ্ত রেখেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। লক্ষ্য ছিল দেশ থেকে বিদেশি ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদসাধন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় শাখার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম সংগঠিত করতে থাকেন। পরে তিনি তমলুক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হন এবং কয়েক দশক ধরে কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য থাকেন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্ব ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর নেতৃত্বের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তমলুকে স্থাপিত 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' নামে এক সমান্তরাল সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে।

১৯৪৬ এস পি বালাসুব্রহ্মণ্যম (১৯৪৬-২০২০) এদিন নেলোরে জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী। গিনেস বুকে নাম তুলেছিলেন কেরিয়ারে ৪০ হাজারেরও বেশি গান গেয়ে। তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম এবং হিন্দি-সহ ১৬টি আঞ্চলিক ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন। পাঁচ দশকের সুরেলা কেরিয়ারে শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসাবে ৬ বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য ভারত সরকার তাঁকে ২০০১-এ পদ্মশ্রী এবং ২০১১-তে তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করে।

১৮২৯ অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২) এদিন যুক্তরাজ্যের কেন্টে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

ভারতের পক্ষী-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাসে অবদানের জন্য তাঁকে 'ভারতীয় পক্ষিবিদ্যার জনক' আখ্যা দেওয়া হয়।

পার্টির কর্মসূচি

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে এলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মদন মিত্র প্রমুখ। বুধবার, কালীঘাটে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭২২

পাশাপাশি : ১. নূপুর ৩. ভগবানের ঐশ্বর্য বা শক্তি ৫. তন্ময়, নিবিষ্ট ৬. আভাস ৮. কুমড়োজাতীয় সবুজ সবজিবিশেষ ১০. নতুনভাবে ১১. আস্থা, নির্ভর ১৩. সাঁতলানো ১৫. জোড়া, দুই ১৮. কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত প্রদেশ ১৯. সূর্য ২০. বেশি নয় এমন, অল্প।

উপর-নিচ : ১. পায়ে হেঁটে চলার যোগ্য ২. জৌলুস, চটক ৩. ভীত ৪. (আল.) অপ্রীতিকর ৫. সদৃশ, তুল্য ৭. প্রেমিক ৯. — সংকট ১২. পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম ১৪. হাফ-ইয়ারলি ১৬. নবান্ন ১৭. মাথার উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু ১৮. প্রকৃতি।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭২১ : পাশাপাশি : ২. জোয়ান ৪. হালকা ৬. খাঁজ ৭. বাককলহ ৮. তসর ১০. সমেত ১২. অলকদাম ১৩. ফার্ম ১৪. রহিত ১৬. মরণ। **উপর-নিচ :** ১. ঝুল ২. জোরকদমে ৩. নবাহ ৪. হাজত ৫. কাবার ৯. সন্নিকর্ষণ ১০. সমর ১১. তফাত ১২. অগ্রিম ১৫. হিল।

৩ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৫০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৫৮০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৮১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৬১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৬১৫০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৬.০০	৯৩.৭৪
ইউরো	১১১.৩৩	১০৮.৭৬
পাউন্ড	১২৮.৮৭	১২৫.৯৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাকুল প্রীত

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

4 June, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হানায় আহত মৎস্যজীবী। কুলতলির বেনিফেলি ব্লকের ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়

মা ক্যান্টিন-এর নাম বদলে দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে বিজেপি

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল সরকারের কোনও প্রকল্পই বন্ধ করতে পারেনি বিজেপি সরকার। কিন্তু এবার প্রকল্প চালু রেখে সেগুলোর নাম বদলের পথে হাঁটছে তাঁরা। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল 'মা ক্যান্টিন'। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, জনপ্রিয় এই প্রকল্পের নতুন নাম হবে 'মা আহার'। তবে নাম বদল ছাড়া প্রকল্পের মূল কাঠামোয় বড় কোনও বদল করতে পারল না প্রশাসন, এমনই কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা। রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, যে প্রকল্পকে এতদিন 'ব্যর্থ', 'দলীয় প্রচারের মাধ্যম' বলে সমালোচনা করা হয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর তাকেই কেন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে? বিরোধীদের অভিযোগ, প্রকল্পের জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না বলেই তা চালু রেখে শেষ পর্যন্ত নাম পাল্টে নিজেদের বলে চালানোর চেষ্টা করছে বাংলার নতুন সরকার।

সরকার অবশ্য প্রকল্পে নতুনত্ব হিসেবে সপ্তাহে দু'দিন মাছ এবং দু'দিন ডিম দেওয়ার ঘোষণা করেছে। কিন্তু সেই ঘোষণাতেই উঠেছে নতুন বিতর্ক। কারণ বাকি তিনদিন সম্পূর্ণ নিরামিষ খাবার পরিবেশন করা হবে। অর্থাৎ আগের মতো নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য নয়, সপ্তাহের বেশ কয়েকটি দিন উপভোক্তাদের ভরসা রাখতে হবে নিরামিষ মেনুতেই। বড় প্রশ্ন উঠছে অগ্রাধিকারের জায়গা নিয়েও। কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি বা সামাজিক প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই সরকার কেন নাম বদলকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে? সমালোচকদের বক্তব্য, নতুন সরকার আপাতত প্রকল্পের রং বদল এবং নাম বদলের রাজনীতিতেই বেশি আগ্রহী। ক্যান্টিন বন্ধ করার সাহস নেই, কারণ মানুষ গ্রহণ করেছে। তাই সাইনবোর্ড বদলেই আপাতত রাজনৈতিক সান্ত্বনা খুঁজছে বিজেপি।

চেয়ারপার্সনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন নিয়ে বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। চেয়ারপার্সন মালা রায়ই পুর-আইন মেনে মাসিক বৈঠক ডাকতে পারবেন! পুরসভার অধিবেশন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বুধবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, গত ২২ মে কলকাতা পুরসভার যে মাসিক বৈঠক হয়েছিল, সেই বৈঠকের বৈধ রেজোলিউশনের কপি হলফনামা আকারে আদালতে জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৯ জুনের মধ্যে। এ-প্রসঙ্গে মালা রায় বলেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, পুর-আইন অনুযায়ী অধিবেশন নিয়ে কমিশনার কিংবা সচিব কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না! চলতি মাসে কবে পুর-অধিবেশন ডাকা হবে, এদিন জানতে চেয়েছিল আদালত। আইনজীবী মারফত জানিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি নির্দেশিকা প্রকাশ করে কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন ডাকা হবে।

অধিবেশন কক্ষ তালাবন্ধ থাকায় ২২ মে পুরসভার ক্লাব রুমে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের নেতৃত্বে সেই বৈঠক।

গত ৪ মে, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন পুরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। কলকাতার পুরসভাও তার ব্যতিক্রম নয়। পুর-পরিষেবা ব্যাহত হয়ে কার্যত অচলাবস্থা কেএমসিতে। বিজেপি সরকারে এসেই নতুন পুর-কমিশনার ও পুর-সচিব নিয়োগ করে কলকাতার পুর-বোর্ড ভাঙার চক্রান্ত করছে। অধিবেশন বাতিলের মাধ্যমে পুর-পরিষেবার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। গত ২২ মে, চেয়ারপার্সনকে না জানিয়ে পুর-আইনের তোয়াক্কা না করে বিজ্ঞপ্তি জারি করে গায়ের জোরে পুরসভার মাসিক অধিবেশন বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রতিবাদে স্বয়ং চেয়ারপার্সন মালা রায় বৈঠক ডাকলেও অধিবেশন কক্ষ তালাবন্ধ করে রাখা হয়। শেষে বাধ্য হয়েই মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে পুরসভার কাউন্সিলরস ক্লাব রুমে নজিরবিহীন অধিবেশনে বসেন তৃণমূল কাউন্সিলররা। এই বিষয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে।

এদিন শুনানিতে চেয়ারপার্সন মালা রায়ের পক্ষে আইনজীবীর দাবি, ১৯৮৪ সালে পুর-আইন অনুযায়ী বৈঠক ডাকা-সহ অন্যান্য কাজের দায়িত্ব চেয়ারপার্সনের। সেখানে সচিবের কোনও ভূমিকা নেই। তাই সচিবের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের কোনও বৈধতা নেই! গত ২২ মে বেলা ২টো নাগাদ কলকাতা পুরসভার মাসিক অধিবেশন ডাকা হয়। কিন্তু ওই অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট ঘর তালাবন্ধ রাখা হয়। সেজন্য চেয়ারপার্সন মালা রায় নিজের ঘরেই বৈঠক করেন। কিন্তু সেই বৈঠককেও স্থগিত করেন কলকাতা পুর-সচিব। চেয়ারপার্সনের ডাকা বৈঠক আইন অনুয়ায়ী অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এদিন চেয়ারপার্সনের তরফে আদালতে দাবি জানানো হয়, প্রথমত, ২২ মে-র অধিবেশনকে বৈধ ঘোষণা করে ওই বৈঠকে নির্ধারিত প্রস্তাব বাস্তবায়নের নির্দেশ দিক আদালত। এবং দ্বিতীয়ত, নাগরিক পরিষেবা বজায় রাখতে পুর-আইন অনুযায়ী প্রতিমাসে চেয়ারপার্সনকে মাসিক অধিবেশন ডাকতে হয়। তাই আদালত নির্দেশ দিক, জুনের মাসিক অধিবেশন যেন চেয়ারপার্সন ডাকতে পারেন এবং সেখানে যাতে সচিবের সিদ্ধান্ত বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। সব শোনার পর আদালতের নির্দেশ, পুর-আইন অনুযায়ী চেয়ারপার্সন বৈঠক বা অধিবেশন ডাকতে পারবেন। তবে আবেদনকারী বৈধ অধিবেশনের যে প্রস্তাবনার উল্লেখ করছেন, সেই প্রস্তাবনার কপি হলফনামা আকারে ৯ জুনের মধ্যে জমা করতে হবে। আগামী ১৭ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

স্নাতকস্তরে শেষ প্রথম পর্যায়ের ভর্তির আবেদন

প্রতিবেদন : শেষ হয়েছে স্নাতক স্তরে অনলাইনে ভর্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া। ৯ জুন হবে কলেজ ও আসন বণ্টন প্রক্রিয়া। ১৫ জুন পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। ২০ জুন প্রকাশিত হবে 'আপগ্রেড রাউন্ডের' আসন বণ্টনের তথ্য। ফাঁকা আসন সংখ্যা কত আছে সেই মত ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ২০ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত। ৪ জুলাই পর্যন্ত নথি যাচাই পর্ব চলবে। ৬ জুলাই থেকে শুরু হয়ে যাবে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যক্রম।

প্রথম পর্বের ভর্তির পর শূন্য আসনের ভিত্তিতে কোন কলেজে কতগুলি আসন রয়েছে তার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে ৭ জুলাই থেকে। ১৬ জুলাই চলবে সেই অনুযায়ী আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া। ১৯ জুলাই প্রকাশিত হবে মেধা তালিকা। ২৬ জুলাই প্রকাশ করা হবে 'আপগ্রেড রাউন্ড'-এর। ২ থেকে ৫ অগস্ট নথি যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে কলেজগুলি।

একজন আবেদনকারী রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক ২৫টি কোর্সে আবেদন করতে পারছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়-সহ মোট ৪৬০টি সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক স্তরে আবেদন করা যাচ্ছে।

সংঘর্ষে জখম

প্রতিবেদন : পঞ্চায়েতের দখল নিয়ে মঙ্গলবার আইএসএফ ও বিজেপির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ছড়াল ভাঙড়-১ ব্লকের বোদরা বাজারে। বাদরা পঞ্চায়েতের দখল নিয়ে এদিন দফায় দফায় অশান্তি হয়। আইএসএফের দাবি, মঙ্গলবার অনাস্থা আনার জন্য পঞ্চায়েতে যাওয়ার পথে বিজেপি তাঁদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ। দু'পক্ষের মারামারিতে কয়েকজন জখম হন। ভাঙড় থানার বিশাল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানিং পূর্ব ও ভাঙড় বিধানসভার ভাঙড়-১ ব্লকের ন'টি পঞ্চায়েতই তৃণমূলের দখলে ছিল। কিন্তু পালাবদলের পর বহু জায়গায় তৃণমূল প্রতিনিধিদের ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি।

জেড থেকে ওয়াই, কমল সৌরভের নিরাপত্তা

প্রতিবেদন : রাজ্যে পালাবদলের পরই নিরাপত্তা কমানো হল সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। 'জেড ক্যাটেগরি' নিরাপত্তা থেকে দু'ধাপ কমিয়ে ফের সেটাকে 'ওয়াই ক্যাটাগরি'তে ফিরিয়ে আনল বর্তমান সরকার। পালা বদলের পর একাধিক বিধায়ক-সাংসদদের নিরাপত্তা কমেছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতির নামও।

২০১৯ সালে বিসিসিআই সভাপতি হন সৌরভ। ২০২২ সালে সভাপতির পদ থেকে সরে যান। ২০২৩ সালের মে পর্যন্ত 'ওয়াই ক্যাটেগরি'র নিরাপত্তা দেওয়া হত মহারাজকে। কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের তিন জন থাকতেন তাঁর নিরাপত্তায়। তাঁর বাড়ির নিরাপত্তায় পুলিশকর্মীরা নিযুক্ত ছিলেন। গাড়ির সামনে থাকত পাইটল কার। ২০২৩ সালের মে মাসে তদানীন্তন সরকার সৌরভের নিরাপত্তা 'জেড ক্যাটেগরি'তে উন্নীত করেন। সৌরভের নিরাপত্তায় ৮ থেকে ১০ জন পুলিশকর্মী দায়িত্বে ছিলেন। বেহালার বাড়িতেও থাকল অতিরিক্ত নিরাপত্তা। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মধ্যেই এবার দু'ধাপ কমিয়ে সৌরভের নিরাপত্তা 'ওয়াই ক্যাটাগরি'তে ফিরিয়ে আনা হল।

পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ মেয়র ফিরহাদের, সম্মতি দলনেত্রীর

প্রতিবেদন : রাজ্যে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলির কাজের ক্ষেত্রে বারবার বাধা তৈরি করছে বিজেপি সরকার। কলকাতা পুরসভার ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটছে বারবার। এই পরিস্থিতিতে মেয়র ফিরহাদ হাকিম দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন এবং সম্মানজনক নিষ্কৃতি চান। তার কারণ একদিকে রাজ্য বিজেপি প্রশাসন কাজ করতে দিচ্ছে না, অথচ তিনি কলকাতার মেয়রের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন! মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। প্রাথমিকভাবে নেত্রী তাঁকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। বুধবার নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকের সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, কলকাতা পুরসভা কার্যত অচল বা নিষ্ক্রিয়। কমিশনারকে দিয়ে কাজ করানোর কথাও বলা হয়। বৈঠকে বসে একথা শোনার পর ফিরহাদ ফের এদিন নেত্রীকে সম্মানজনক নিষ্কৃতির কথা বলেন। নেত্রী তাঁর এই অনুরোধ মেনে নিয়ে সম্মতিও দেন। এরপর কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম কখন, কবে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন এটা তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 June, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনৈতিক, জোচ্চুরি

চূড়ান্ত অনৈতিক পদক্ষেপ করলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার। বহিষ্কৃত বিধায়ককে পরিষদীয় পদে এনে শুধু যে বিধানসভার রীতি-নীতিকে ভূলুণ্ঠিত করলেন তাই নয়, বাংলায় এতদিন ধরে তৈরি-হওয়া রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এ-এক অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হল। স্পিকার বিরোধীদের চিঠি গ্রহণ করবেন না বলে জানিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ চক্রান্ত আগে থেকে তৈরি। আর সেই চক্রান্তের অংশীদার বিধানসভার অধ্যক্ষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যাঁদের সই-করা চিঠি বুধবার অধ্যক্ষকে জমা দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ আবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জমা-দেওয়া চিঠিতেও সই করেছেন। যাঁকে পরিষদীয় পদ দেওয়া হয়েছে তিনি এর আগে বাম দল থেকে বহিষ্কৃত, এবার তৃণমূল থেকে। মহারাষ্ট্রের ঢঙে রাজনৈতিক জালিয়াতি এবং জোচ্চুরি খেলায় নেমেছে বিজেপি। যে-সমস্ত বিধায়ক সই করেছেন তাঁরা অনেকেই গোপনে জানাচ্ছেন এই রাজনৈতিক অসভ্যতার পিছনে রয়েছে প্রবল পুলিশি চাপ ও হুমকি। রয়েছেন মানসিক চাপে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই অনৈতিক পদক্ষেপ কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

e-mail থেকে চিঠি

জলসংকট ও এআই

এমনিতেই গ্রীষ্মের দাবদাহে নাজেহাল দশা ভারতের। একের পর এক মেগাসিটিতে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ক্রমেই নিম্নমুখী। প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের পাতাজুড়ে তীব্র জলসংকট সংক্রান্ত নানা খবর। বিভিন্ন রাজ্যে পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করছে মানুষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হালও তথৈবচ। এআই ব্যবহার করে জলসংকট নিয়ে একটা ভিডিয়ো বা ছবি বানাতেও অনেকটা পরিমাণ জল খরচ হয়। কৃত্রিম মেধা প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ভার্চুয়াল জগৎ যে প্রকৃতির উপর কী প্রভাব ফেলছে, তা আমরা প্রায় কেউই তলিয়ে ভাবি না। এআই থেকে ইন্টারনেট— সবকিছু চালানোর জন্য বিদ্যুতের কথাই প্রথমে আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু জলের কথা আমরা প্রায় চিন্তাই করি না। অথচ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে যে 'ডেটা সেন্টার'গুলির উপর ভিত্তি করে, সেগুলিকে চালু এবং ঠান্ডা রাখতে প্রতিদিন প্রয়োজন হয় কোটি কোটি লিটার বিশুদ্ধ জল। একদিকে যখন প্রবল গরম, বর্ষার খামখেয়ালিপনা এবং বিশ্বজুড়ে উষ্ণায়নের প্রভাবে মানুষ তীব্র জলসংকটে ভুগছে, অন্যদিকে তখন এআইয়ের তৃষ্ণা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর সেই কারণেই শুরু হয়েছে এক 'অদৃশ্য জল-যুদ্ধ'। একটি সাধারণ ল্যাপটপ বা মোবাইলে দীর্ঘক্ষণ হাই গ্রাফিক্সের গেম খেললে যেমন গরম হয়ে যায়, তেমনই একনাগাড়ে ডেটা প্রসেসিংয়ের সময় এই ডেটা সেন্টারগুলি ওই ল্যাপটপ বা মোবাইলের তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি গরম হয়ে ওঠে। যদি এই সার্ভারগুলিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যে ঠান্ডা রাখা না যায়, তাহলে পুরো সিস্টেম ভেঙে পড়বে। ক্র্যাশ করে যাবে সার্ভার। আর সেই কারণে প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে কুলিং সিস্টেম চলে— ইভাপোরেটিভ কুলিং এবং চিলড ওয়াটার সিস্টেম। গবেষকদের মতে, ১০ থেকে ৫০টি সাধারণ কথোপকথন বা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চ্যাটজিপিটির (জিপিটি-৩) মতো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের প্রায় ৫০০ মিলিলিটার জল লাগে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ আর এমনকী! কিন্তু ভাবুন, বিশ্বজুড়ে যখন কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন এই চ্যাটবটগুলি ব্যবহার করছে, তখন মোট কত পরিমাণ জল খরচ হচ্ছে! লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেটা সেন্টারগুলির সার্ভার ঠান্ডা রাখতে ১৭.৩ বিলিয়ন গ্যালন জল ব্যবহার করা হয়েছিল। ওই পরিমাণ জল দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের গোটা একটা বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। সুতরাং, চ্যাট জি পি টি ব্যবহার করতে করতে ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

—অভিষেক চন্দ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গদ্দার যুগে যুগে

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও মানুষের মধ্যে অনেক ঘৃণিত অভ্যাস রয়েছে যার অন্যতম হল "বিশ্বাসঘাতকতা"। এই পৃথিবীর সব জায়গায় কিছু না কিছু বিশ্বাসঘাতক আপনি অবশ্যই খুঁজে পাবেন। তবে এই পৃথিবীতে এমন কিছু বিশ্বাসঘাতক জন্মেছিল, যাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সেই রাষ্ট্র বা জাতিকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। তাদের কয়েকজনকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ। লিখছেন **সুপ্রকাশ চাকী**

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও মানুষের মধ্যে অনেক ঘৃণিত অভ্যাস রয়েছে যার অন্যতম হল "বিশ্বাসঘাতকতা"। এই পৃথিবীর সব জায়গায় কিছু না কিছু বিশ্বাসঘাতক আপনি অবশ্যই খুঁজে পাবেন। তবে এই পৃথিবীতে এমন কিছু বিশ্বাসঘাতক জন্মেছিল, যাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সেই রাষ্ট্র বা জাতিকে অনেক চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। এরকমই কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের কথা রইল অতীতের আলোয় বর্তমানকে বুঝে নেওয়ার জন্য।

ব্রুটাস

প্রাচীন রোমে একসময় আংশিক গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল না। যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা আর্থিক ব্যবস্থা পৃথকভাবে চলত। কিন্তু সেইসময় জুলিয়াস সিজার একজন একনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন, অর্থাৎ যাবতীয় ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে আসাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এই ঘটনায় সিনেটররা ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁরা যে কোনও মূল্যে এই ব্যবস্থা ঠেকানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তখন সিনেটররা সিজারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এই পরিকল্পনার মূল হোতা ছিল ব্রুটাস। সিজার আর ব্রুটাসের সম্পর্ক বন্ধুর মতো ছিল, এমনকী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পরিকল্পনায় ব্রুটাস সিজারকে সমর্থনও দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ব্রুটাসের নেতৃত্বে অন্যান্য সিনেটরেরা, রাজদরবারে সিজারকে একের পর এক ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের সময় ব্রুটাস নিজে মুখ ঢেকে আসে, সিজার যখন একের পর এক ছুরিকাঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে থাকেন, তখন ব্রুটাসের মুখের পর্দা সরে যায়। সিজার তাকে দেখতে পান এবং বলে ওঠেন "Et tu, Brute?" অর্থাৎ ব্রুটাস তুমিও!

বেনেডিক্ট আর্নল্ড

আমেরিকান রেভুলশনারি ওয়্যার পৃথিবীর অন্যতম সফল বিপ্লব হিসেবে পরিচিত। এর ফল আজকের সুপার পাওয়ার আমেরিকা। আমেরিকান সিভিল ওয়্যারের অন্যতম সফল জেনারেল ছিলেন বেনিডিক্ট আর্নল্ড, অনেক বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনিও ব্রিটিশদের অর্থবলের কাছে নতি স্বীকার করেন। পাউন্ডের বিনিময়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে চলে যান, যদিও যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরাও তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তিনি

অনেক কষ্ট পেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেন।

আলফ্রেড রেড

ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত বিশ্বাসঘাতক, যাঁর বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য দিতে হয়েছিল অস্ট্রিয়ার ৫ লক্ষ মানুষের জীবন দিয়ে। আলফ্রেড ছিলেন অস্ট্রিয়ার কাউন্টার ইন্টিলেজেন্সির প্রধান। কর্মক্ষেত্রে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কেউ জানত না তিনি গোপনে রাশিয়ার হয়েও কাজ করছিলেন। তিনি মূলত একজন ডবল এজেন্ট ছিলেন। ১৯০৩ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সে একজন ডবল এজেন্টের কাজ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অস্ট্রিয়ার সাইবেরিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা রাশিয়ানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। যার ফলে অস্ট্রিয়ানদের সেখানে চরম মূল্য দিতে হয়। একই সঙ্গে রাশিয়ান সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীকে বিভ্রান্ত করে, এমনকী মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে রাশিয়ায় নিয়োজিত অস্ট্রিয়ান এজেন্টদের নাম তিনি রাশিয়ানদের কাছে বিক্রি করে দেন। যখন তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা ফাঁস হয়ে যায় তখন তিনি আত্মহত্যা করেন।

জুডাস ইস্কারিয়ট

জুডাস ইস্কারিয়ট ৩০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যিশু খ্রিস্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং তখন থেকেই তার নাম লোভী বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থক হয়ে উঠেছে।

জুডাস ছিলেন যিশুর বারোজন শিষ্যের একজন এবং তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ বাইবেলের প্রামাণ্য সুসমাচার— মার্ক, মথি, লূক ও যোহনে— রক্ষিত আছে। মথি ২৬ :১৪-১৬ অনুসারে, "তখন সেই বারোজনের মধ্যে একজন, যার নাম ছিল যিহূদা ইস্কারিয়োত, প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনারা আমাকে কী দেবেন, আর আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব?' তখন তাঁরা ত্রিশটি রুপোর মুদ্রার বিনিময়ে তাঁর সঙ্গে চুক্তি করেন।

যাজকেরা যিশুকে লক্ষ্যবস্তু বানালেন, এবং যিহূদা একটি চুম্বনের মাধ্যমে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সেই চুম্বন স্নেহের চিহ্ন ছিল না; এটি আসলে অপেক্ষারত সৈন্যদের জন্য একটি সংকেত ছিল, যারা তৎক্ষণাৎ যিশুকে গ্রেপ্তার করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে গেল। যিশুর বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগ আনা হল, তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হল, বেঁধে শাসনকর্তা পন্তিউস পিলাতের হাতে তুলে দেওয়া হল, যিনি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সৈন্যরা যিশুর বস্ত্র খুলে, তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিল এবং ক্রুশে পেরেক মেরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল। যিহূদা এতটাই অনুতাপে পূর্ণ ছিল যে সে রূপার মুদ্রাগুলো ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যাজকেরা তা গ্রহণ করেনি। অবশেষে, জুডাস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করল।

ইতিহাসের এই চরিত্রগুলির সঙ্গে সমসাময়িক কারও সাদৃশ্য খুঁজে পেতেই পারেন।

তাঁরা যেন কালান্তরেও অভিন্ন পরিণতির জন্য তৈরি থাকেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিবিএসইর নতুন চেয়ারম্যান হলেন লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারাম। বোর্ডের নতুন সেক্রেটারি বরুণ ভরদ্বাজ। এর আগে চেয়ারম্যান পদে ছিলেন রাহুল সিং এবং সেক্রেটারি ছিলেন হিমাংশু গুপ্তা

পয়লা বৈশাখ ছেঁটে বঙ্গভঙ্গের স্মারক ২০ জুন!

বাঙালির ইতিহাস পুনর্লিখনের চেষ্টা বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তে বিতর্ক

প্রতিবেদন : বাংলা সংস্কৃতি ও বাঙালির আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পয়লা বৈশাখ। এখন সেই পয়লা বৈশাখ নয়, এবার থেকে ২০ জুনই হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস। শুধুমাত্র আদর্শগত কারণে একটি বিতর্কিত দিনকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইছে বিজেপি। রাজ্য মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই বিতর্কে বিজেপি সরকার।

বিজেপির দাবি, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় বাংলার বিভাজন এবং পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই স্মরণ করতেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি বছর ২০ জুন সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হবে। এ প্রসঙ্গে বিরোধী মত, ২০ জুন কোনও সর্বজনস্বীকৃত বাংলা সাংস্কৃতিক দিবস নয়। বরং এটি দেশভাগের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ এবং বঙ্গভঙ্গের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বহু ইতিহাসবিদের মতে, ওই দিনটি বাংলার একাংশের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির দিন' হলেও অন্য অংশের কাছে তা অবিভক্ত বাংলার ভাঙনের স্মারক।

তৃণমূল কংগ্রেসের সাফ কথা, বাঙালির নিজস্ব নববর্ষ পয়লা বৈশাখকে সরিয়ে দিয়ে বিজেপি এমন একটি দিনকে সামনে আনছে, যা মূলত তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত বয়ানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ ২০ জুনের সিদ্ধান্তকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা তুলে ধরে বিজেপি রাজনৈতিক প্রচার চালিয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ দিবস যদি বাঙালির পরিচয়, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক হয়, তবে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পয়লা বৈশাখের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য দিন আর কী হতে পারে? পয়লা বৈশাখ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির উৎসব। সেখানে ২০ জুনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, এই সিদ্ধান্ত কেবল একটি দিবস বদলের প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়। এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের ব্যাখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক লড়াইও। একদিকে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের জন্মলগ্নকে সামনে আনতে চাইছে, অন্যদিকে বিরোধীরা এটিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উপর আদর্শগত হস্তক্ষেপ বলে তুলে ধরছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে নতুন এই সিদ্ধান্তের জেরে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, পশ্চিমবঙ্গ দিবস কি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক হবে, নাকি দেশভাগের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে?

পাওয়ার ব্লক, সপ্তাহান্তে ট্রেন বাতিল শিয়ালদহ শাখায়

প্রতিবেদন : সপ্তাহান্তে ফের ট্রেন বাতিল শিয়ালদহ শাখায়। ৬ জুন রাত ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ৭ জুন দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত আপ ও ডাউন শহরতলি লাইনে ১৫ ঘণ্টার এবং আপ মেন লাইনে ১ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। শিয়ালদা ও বিধাননগর রোড স্টেশনের মধ্যবর্তী ৩ নম্বর সেতুর গার্ডার স্থাপনের কাজ চলবে শিয়ালদা বিভাগের শিয়ালদহ-বিধাননগর রোড শাখায়। সেই কারণে একাধিক ট্রেন বাতিল করার কথা জানিয়েছে পূর্ব রেল। শনিবার ২০টি লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। রবিবার বাতিল করা হয়েছে ৫৯টি লোকাল ট্রেন। পূর্ব রেলের পরিষেবা নিয়ে জমছে অভিযোগের পাহাড়, অন্যদিকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই রেলের কাজের জন্য ট্রেন বাতিলের ঘোষণা হয়েই চলেছে। নির্ধারিত সময় থেকে দেরি করে ট্রেনের গন্তব্যে পৌঁছনো, উইকেন্ড মানেই রেলের কাজের দোহাই দিয়ে ট্রেন বাতিল, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যাওয়ার পরও অ্যানাউন্সমেন্ট না হওয়ার মতো ঘটনা ঘটছে প্রতিদিন। এছাড়া দুর্ঘটনা কিংবা রেল সফরে পর্যাপ্ত পরিষেবা না পাওয়া তো রয়েইছে।

শুক্রবার থেকে দক্ষিণে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি

প্রতিবেদন : আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির কারণে দক্ষিণবঙ্গে গলদঘর্ম অবস্থা। কিন্তু এর মধ্যেই খানিকটা আশার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার থেকে ফের আবহাওয়া পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে আগামী দু-দিন তাপমাত্রায় হেরফের হবে না। তীব্র গরম থেকেও মুক্তি নেই। বুধবারের পর থেকে আবার অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তৈরি হবে স্থানীয় ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ। তার জেরে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া বইবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গেও চলবে ঝড়-বৃষ্টি। আগামী সাতদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় বুধবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টি হতে থাকবে। উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর-সংলগ্ন এলাকায় আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। এর কারণেই ঝড়-বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

এটি কোনও সাধারণ ট্রেন নয়। এটি বাংলার হাজার হাজার হকারের ভেঙে দেওয়া দোকান, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন আর ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবিকার বোঝা বহন করছে। এই উচ্ছেদের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকশো পরিবার। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে অসংখ্য শিশু, বিপর্যস্ত হয়েছে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা। পরিবর্তনের আশায় যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, আজ তারাই সেই 'পরিবর্তন'-এর নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি। প্রতিশ্রুত উন্নয়নের বদলে তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে উচ্ছেদ, অনিশ্চয়তা ও বঞ্চনা। এটাই কি সেই 'পরিবর্তন', যার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল?

সিআইডিকে চ্যালেঞ্জ

প্রতিবেদন : সিআইডির পাঠানো নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবেদনে তিনি সিআইডির নোটিশ খারিজ করার আর্জি জানিয়েছেন। তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। আগামী ৫ জুন অবকাশকালীন বেঞ্চে এই আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

গরমে গাছেই নষ্ট হচ্ছে কাঁঠাল, ধাক্কা গ্রামীণ অর্থনীতিতে

সংবাদদাতা, বারুইপুর : চলতি বছর বিলম্বিত বর্ষা। প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হলেও তীব্র দাবদাহ রাজ্য জুড়ে। আর এর প্রভাব পড়ছে কৃষিক্ষেত্রে। অন্যান্য ফসলের মতো গাছেই নষ্ট হচ্ছে কাঁঠাল। এদিকে দুয়ারে জামাই ষষ্ঠী। এই সময় কাঁঠালের চাহিদা থাকে তুঙ্গে। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে চাহিদা অনুযায়ী জোগান পূরণ করতে পারছেন না কৃষকরা। গরমে কাঁঠাল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাগানি ও চাষিদের কপালে এখন চিন্তার ভাঁজ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পারদ চড়তে থাকায় ফলের ভেতরের জলীয় অংশ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং দ্রুত পচন ধরছে। গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় 'সফট রট' বা নরম পচা রোগের আক্রমণ তীব্র হয়েছে। অন্যতম সমস্যা হচ্ছে পর্যাপ্ত হিমঘরের অভাব। এই গরমে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষণের জন্য কোনো বিশেষায়িত কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার নেই। এছাড়াও দূর-দূরান্তের বাজারে পাঠানোর

সময় ট্রেনের ওয়াগন বা ট্রাকের ভেতরে অতিরিক্ত গরমে অর্ধেকের বেশি কাঁঠাল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এবার ফলন ভাল হলেও গরমের কারণে বাজারের চড়া দামে ফল বিক্রি করা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে পানির দরে কাঁঠাল ছেড়ে দিতে হচ্ছে, কিংবা ফেলে দিতে হচ্ছে নদীতে ও ডাস্টবিনে। এতে উৎপাদন খরচ তো উঠছেই না, উল্টো ঋণের বোঝা চেপে বসছে কৃষকদের ঘাড়ে। সমস্যার সমাধান হিসেবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, তীব্র রোদের হাত থেকে বাঁচাতে সকাল বা বিকেলে গাছের গোড়ায় পর্যাপ্ত জল দিতে হবে। ফল পুরোপুরি পাকার অপেক্ষা না করে কিছুটা শক্ত থাকতেই গাছ থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। রোগ বালাই রুখতে পরিমিত পরিমাণে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা জরুরি। সর্বোপরি কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা দরকার, যাতে উদ্বৃত্ত ফল কাজে লাগানো যায়।

প্রকৃতির এই রুদ্ররূপের সামনে দাঁড়িয়ে চাষিরা এখন তাকিয়ে আছেন সরকারের দিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেই সমস্যা মেটাতেন। কিন্তু এই সরকার কৃষকদের স্বার্থে কিছুই জানায়নি। তাই সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে কাঁঠালের এই বিপুল অপচয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দেবে।

নর্দমায় তলিয়ে মৃত্যু কিশোরের

সংবাদদাতা, হাওড়া : নর্দমার পাঁকে তলিয়ে গেল ১৫ বছরের এক কিশোর! এর পরেই তার খোঁজে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে উদ্ধার হয় তার নিথর দেহ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সকালে হাওড়ার লিলুয়া থানার বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় অভিষেক রাও ওরফে কালু নামে ১৫ বছরের এক কিশোর বন্ধুদের সঙ্গে একটা জায়গায় বসে গল্প করছিল। সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় পা পিছলে আচমকা রাস্তার ধারের একটি গভীর গর্তে পড়ে যায় সে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেও বিফল হন। খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা যান। শুরু হয় তল্লাশি। বিকেলে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। ২০২৫ সালের ১২ মার্চ বেলগাছিয়া পাম্পিং স্টেশনের জলের পাইপ ফেটে যাওয়ার ফলে ওই এলাকায় বড়সড় বিপর্যয় ঘটে। হাওড়া শহর এলাকায় জল সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেই সময় জানা গিয়েছিল, পরিত্যক্ত পাম্পিং হাউসের নীচে একটি ড্রেন রয়েছে। সেখানেই তলিয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাস্থলে যান জেলা পুলিশ-প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।

বেলগাছিয়ায় নর্দমার পাঁকে তলিয়ে মৃত কিশোর অভিষেক রাও

রাজ্য
4 June, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার হলেন ১০৬ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অরিজিৎ দাস ঠাকুর। তাঁকে গ্রেফতার করল গড়ফা থানার পুলিশ

বাংলায় বিজেপির নয়া কর্মসূচি ‘আপনার সরকার আপনার পাশে’

‘দুয়ারে সরকার’ ও ‘পাড়ায় সমাধান’-এর টুকলি

প্রতিবেদন : আবারও তৃণমূলকে নকল বিজেপির! এবার তৃণমূল সরকারের ‘দুয়ারে সরকার’ কিংবা ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’কে নকল করে নতুন কর্মসূচি চালু করল শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার। সরকারি পরিষেবা থেকে যাতে কোনও সাধারণ মানুষ বঞ্চিত না হন, তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার যে দুয়ারে সরকার কিংবা পাড়ায় সমাধানের কর্মসূচি চালু করেছিল, এবার নাম পাল্টে সেই কর্মসূচিকেই নতুন রূপে চালু করছে বিজেপি সরকার। কারণ, বিজেপির নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা নেই। তাই পূর্বতন তৃণমূল সরকারকে টুকেই দিন চলছে পদ্ম-শিবিরের!

২০২১ সালে তৃতীয়বার সরকারে আসার পরই সাধারণ জনগণের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব কমাতে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি চালু করেছিল তৃণমূলের

মা-মাটি-মানুষের সরকার। যেখানে পুরসভা, পঞ্চায়েত ও ব্লকস্তরে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিলেন সরকারের প্রতিনিধিরা। মানুষ সেখানে বিভিন্ন সমস্যার অভিযোগ জানিয়ে সমাধানও পেয়েছেন দ্রুত। এরপর গতবছরের অগাস্ট মাসে নাগরিক পরিষেবায় আরও স্বচ্ছতা আনতে তৃণমূল সরকারের তরফে চালু হয়েছিল ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’। একেবারে তৃণমূল স্তরে মানুষের পরিষেবায় জোর দিতেই এই কর্মসূচি এনেছিল পূর্বতন সরকার।

এবার তৃণমূলের সেই দুই কর্মসূচিকেই নকল করে, শুধুমাত্র নাম পাল্টে নতুন কর্মসূচি আনল শুভেন্দুর বিজেপি সরকার। বুধবার নবান্নে ক্যাবিনেট মিটিং শেষে সরকারিভাবে ‘আপনার সরকার আপনার পাশে’ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কোনও সরকারি পরিষেবা পেতে সমস্যা হলে, সরাসরি যাতে সাধারণ মানুষ অভিযোগ জানাতে পারেন, তার জন্যই এই কর্মসূচি বলে দাবি বিজেপি সরকারের। একটি হেল্পলাইন নম্বর ও একটি ই-মেল আইডিও প্রকাশ করা হয়েছে। ফোন করে বা ই-মেল মারফত সরাসরি সরকারের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে। প্রতি সপ্তাহে সোম থেকে শনিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে বলে এদিন জানানো হয়েছে। —ফাইল চিত্র

তৃণমূল সরব নবান্ন-বৈঠকে

(প্রথম পাতার পর) চিঠিও দিলাম। এক, বেলেঘাটা বিধানসভার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সরকারের উদ্যোগ ও সহযোগিতা। দুই, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ করা। আলোচনা না করে, একটু সময় না দিয়ে অভিযান বন্ধ করা। জনপ্রতিনিধিদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা। তিন, নির্বাচনোত্তর অশান্তিতে নির্দোষ কর্মীদের ভোগান্তি রুখতে পুলিশকে যথাযথ নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা।

এদিন তিনি জানান, সুভাষ সরোবর থেকে শুরু করে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তা সম্প্রসারণ, হকারদের ভবিষ্যৎ-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে লিখিত প্রস্তাব জমা দিয়েছি। হকার উচ্ছেদ নিয়ে অনুরোধ করেছি, যেখানে সরানো দরকার, সেখানে চটজলদি অ্যাকশন না করে আগাম জানানো এবং জনপ্রতিনিধিদের আলোচনার মধ্যে আনার কথা বলেছি। তারপর এই যে ধরপাকড় চলছে, যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হোক, কিন্তু অযথা হয়রান করা হচ্ছে বিধায়কদের। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন। পুলিশকে জানিয়েছেন, বিরোধী দলের বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলবেন। ফোন করবেন, তাঁরা যা বলতে চান, শুনুন। পুলিশের বক্তব্যটাও জানিয়ে রাখুন। বিরোধী দলের বিধায়কদের এড়িয়ে যাবেন না। এছাড়া নির্বাচনোত্তর পর্বে সন্ত্রাস নিয়েও আমাদের আর্জি জানিয়েছি। তাঁর স্পষ্ট কথা, বিরোধী দলের বিধায়ক হলেও এলাকার মানুষের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হবে। একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দেন, তাঁরা তৃণমূলের প্রতীকেই নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিরোধী দলের ভূমিকাতেই থাকবেন। রাজ্যের মানুষের সমস্যা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে কথা বলা এবং সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করাই বিরোধী দলের দায়িত্ব। মঙ্গলবারের নবান্ন-বৈঠকে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই তুলে ধরেন তৃণমূল-বিধায়কেরা।

প্রশান্ত বর্মণ : তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ আদালতের

প্রতিবেদন : স্বর্ণ ব্যবসায়ীর অপহরণ এবং খুনে অভিযুক্ত অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মণের বিরুদ্ধে আগামী ১০ দিনের মধ্যে পুলিশি পদক্ষেপের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তার জামিনের আবেদনের মামলায় বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ১০ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে একটি সম্মতি প্রতিবেদন দাখিল করার কথাও বলেছেন বিচারপতি। শুধু তা-ই নয়, দায়িত্বে গাফিলতির জন্য তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বিধাননগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার অপহরণ এবং খুনে মূল অভিযুক্ত হিসাবে নাম জড়ায় রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্তর। ওই অপহরণ-খুনের মামলায় যে কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কোচবিহারের তৃণমূল নেতা সজল সরকার। জামিন চেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। ধৃতের বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ। দিন কয়েক আগে নিউ টাউনে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটান পলাতক প্রশান্ত। গ্রেফতার হওয়ার পরের দিনই তিনি জামিন পেয়ে যান। এখন সজলের বক্তব্য, অপহরণ এবং খুনে মূল অভিযুক্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি। পুলিশ তাঁকে হাতের নাগালে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। সজলের আইনজীবীরা বলেন, তাঁর মক্কেলকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, মূল অভিযুক্ত প্রশান্তকে গ্রেফতার তো করাই হয়নি উল্টে চার্জশিটেও তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই! বিচারপতি জানান, ওই মামলায় পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায় আইন মেনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। আদালত এই ঘটনাকে গুরুতর কর্তব্যে অবহেলা বলে মনে করছে।

৮ জুন দিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে নেত্রী-অভিষেক

প্রতিবেদন : ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার কথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ৮ জুন দিল্লিতে বৈঠক হওয়ার কথা ‘ইন্ডিয়া’র। বৈঠকের দিন নিয়ে প্রথম দিকে দোলাচল থাকলেও ৮ জুন বৈঠকের তারিখ চূড়ান্ত করা হয়। সোনারপুরে অভিষেকের উপর আক্রমণের ঘটনায় বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র প্রথম সারির নেতারা সকলেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে ঘটনার নিন্দা জানিয়েছিলেন। অভিষেক তাঁদের সকলকেই পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সমন্বয় তৈরির জন্যই এবার বৈঠকে বসছে ‘ইন্ডিয়া’।

বায়োমেট্রিক শাসনেই রাজ্য

(প্রথম পাতার পর)
শাস্তির সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আরও বিতর্ক তৈরি হয়েছে তিন দিন দেরি বা আগেভাগে বেরোলেই এক দিনের সিএল কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে। প্রশ্ন উঠছে, কলকাতা ও আশপাশের যানজট, বর্ষাকালের জলজট কিংবা গণপরিবহণের সমস্যার দায়ও কি শেষ পর্যন্ত কর্মচারীদেরই বইতে হবে?

কর্মচারী সংগঠনগুলির একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে শূন্যপদ, কর্মী সংকট এবং অতিরিক্ত কাজের চাপের বিষয়গুলি সমাধান না করেই সরকার উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করেছে। অফিসে লোকবল কম, বহু কর্মীকে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও কাজ করতে হচ্ছে। অথচ সেই বাস্তবতার কথা না ভেবে শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ডিএ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিয়ে কর্মচারীদের মন জয়ের চেষ্টা করছে সরকার। একইসঙ্গে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও শক্ত করতে বায়োমেট্রিক হাজিরা ও ছুটি কাটার নিয়ম সামনে আনা হয়েছে। ফলে সরকারি কর্মীদের একাংশের কাছে এখন প্রশ্ন একটাই— ডিএ কি সত্যিই প্রাপ্য অধিকার হিসেবে মিলবে, নাকি তার আগে বায়োমেট্রিকের কড়া শৃঙ্খলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে? নবান্নের নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ্যে আসতেই সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সেই বিতর্কই এখন জোরালো হতে শুরু করেছে।

বহিষ্কৃত বিধায়ককে কেন

(প্রথম পাতার পর) বিজেপি স্পনসর্ড এই রাজনৈতিক অসভ্যতার পিছনে রয়েছে প্রবল পুলিশি চাপ। কার্যত বিধায়কদের হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে। প্রত্যেকে মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছেন। এজেন্সির জুজু দেখানো হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই অবস্থায় তাঁদের বিকল্প কোনও পথ খোলা ছিল না। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো বিষয়টি নজরে রেখেছেন। খতিয়ে দেখছেন। দলের সঙ্গে আলোচনা করছেন। আগামী দিনে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা তিনিই জানাবেন।

বাড়ির পাঁচিল থেকে দেবতার ছবি সরানোর ফতোয়া

প্রতিবেদন : বাড়ির পাঁচিলে দেবতার ছবি লাগানো টাইলস খুলে ফেলতে হবে! নাহলে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে গোটা বাড়ি! ঠাকুরনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের হুমকিতে ছড়াল চাঞ্চল্য। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ফতোয়া জারির ভিডিও।

সরকার বদলের পরই রাজ্য জুড়ে অবাধে চলছে বুলডোজার-রাজ। একের পর এক স্টেশনে বুলডোজার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হকারদের রুটি-রোজগারের অবলম্বন। শহর থেকে জেলায়, বুলডোজার-আতঙ্কে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের। কিছুদিন আগেই বনগাঁর প্রতাপগড়ে কালীমন্দিরের পাশে থাকা একটি বিরিয়ানির দোকান বন্ধ করার ফতোয়া জারি করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীরা। এবার ঠাকুরনগরে এক ব্যক্তির বাড়ির বাইরের পাঁচিলে বিভিন্ন দেবতার ছবি লাগানো টাইলস খুলে ফেলার নিদান দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ইতিমধ্যেই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ওই ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো হুমকি দিচ্ছেন একদল গেরুয়া উত্তরীয় পরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী।

বাড়ির পাঁচিলে কেন দেবতার ছবি দেওয়া টাইলস লাগিয়েছেন, সেই ব্যাখা দিয়ে বাড়ির মালিক জানান— যাতে কেউ প্রস্রাব না করেন, সেই লক্ষ্যেই আরও অনেকের মতোই তিনিও তাঁর বাড়ির পাঁচিলে বিভিন্ন দেবদেবীর টাইলস লাগিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা তাঁর বাড়িতে এসে ওই ছবিগুলো সরিয়ে দেওয়ার ফতোয়া দেয়। বাড়ির মালিক পাল্টা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মীদের কাছে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তাঁর উপর চড়াও হয় ভিএইচপি-র কর্মীরা। ছবি না সরালে তাঁর বাড়িতে বুলডোজার চালানো হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়। এমনকী, তিনি হিন্দু কিনা সে প্রশ্নও তুলতে শোনা গিয়েছে ওই ভিডিওতে। ওই ব্যক্তিকে পাকিস্তানে চলে যেতেও বলা হয়! এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয়রা বলেন, এই ধরনের ফতোয়া মেনে নেওয়া যায় না।

আবাসের বাড়ির নামে কাটমানি

(প্রথম পাতার পর)
যোজনা অন্তর্ভুক্ত করে, না দিচ্ছে টাকা ফেরত বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় টাকা ফেরত চাইলে গ্রামবাসীদের নাকি বলছেন তিনি এখন ক্ষমতায়, তাই কিছুই করতে পারবে না। এমন অবস্থায় গ্রামের বাসিন্দারা টাকা ফেরত চেয়ে তার বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। দ্রুত ফেরত দেওয়া হোক এই দাবি বিক্ষোভকারীদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 June, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৪ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

বন্ধ রেলগেট দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রেল লাইন পার হতে গিয়ে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ধূপগুড়ির বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৬ নম্বর বটতলা রেল গেট সংলগ্ন এলাকায়

অবৈধ নির্মাণ, বিজেপির পার্টি অফিসে চলল না বুলডোজার

হেমতাবাদে গুঁড়িয়ে দিল একের পর এক দোকান

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ভোট লুঠ করে জেতার পরই বুলডোজারের রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। নির্মমভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে হকার। বিনা নোটিশে ভেঙে ফেলা হচ্ছে বাড়ি। দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে রোজগারহীন করা হচ্ছে বহু ব্যবসায়ীকে। এই বুলডোজার রাজে কর্মহীন হয়ে পড়েছে বহু মানুষ। অবৈধ নির্মাণ বলে দাগিয়ে বিজেপি একের পর এক বাড়ি ভেঙেছে। অথচ নিজেদের দলীয় কার্যালয় অবৈধ নির্মাণ হওয়ার পরেও ভাঙল না বুলডোজার। পাশের দোকান, সৌন্দর্যানে তৈরি বিশ্ববাংলার লোগো সম্বলিত কাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ। ঠিক কী ঘটেছিল? প্রতিদিনই চলছে বিজেপির বুলডোজার।

এভাবেই অকারণে নির্বিচারে চলছে বুডোজার।

মঙ্গলবার সকাল থেকেও হেমতাবাদ সদর এলাকায় হানা দেয়। ভেঙে ফেলে একের পর দোকান। এখানেই পাশে রয়েছে বিজেপির পার্টি অফিস। অবৈধ বলে দাগিয়ে এলাকায় দোকানদারদের অবৈধ নির্মাণ ভাঙচুর করলেও প্রশাসন হাত দেয়নি বিজেপি পার্টি অফিসের বারান্দায়। এই ঘটনায় ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা জড়ো হন। প্রশাসনের প্রতিনিধিদের ধরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন। বিপাকে পড়ে কয়েকজন বিজেপির সদস্য নিজেদের দলীয় কার্যালয় ভাঙা হবে বলে জানায়। কিন্তু তারপরও জ্বলে ক্ষোভের আগুন। জনরোষের মুখে পড়ে এদিন সন্ধেই বিজেপির কয়েকজন জড়ো হয়ে পার্টি অফিসের সামান্য অংশ ভাঙার নাটক করেন। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা পরিষ্কার জানিয়েছেন, এতে কোনও লাভ হবে না। বুলডোজাররাজের বিরুদ্ধে হবে আন্দোলন, প্রতিবাদ।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, পাটখেত থেকে উদ্ধার দেহ

প্রতিবেদন : কোথায় নারী নিরাপত্তা? রাজ্যে প্রতিদিন সামনে আসছে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির ঘটনা। এবার আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন, দেহ মিলল পাটখেতের মধ্যে। নৃশংস ঘটনা কোচবিহারের দিনহাটার পোয়াতুরকুঠি ছিটমহল এলাকায়। বুধবার সকাল থেকেই বছর দশেকের ওই নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। বিকেলে স্থানীয়রা পাটখেতের মধ্যে ওই বালিকার দেহ দেখতে পান। অবিন্যস্ত পোশাক, মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। পরিবারের অভিযোগ, মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ওই এলাকা সমাজ বিরোধীদের আখড়া। প্রশাসন জানার পরও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই ঘটনায় এদিন রাত পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। এমন ঘটনার পরই বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের রাজত্বে নারী নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। নাবালিকর দেহ পাটখেত থেকে উদ্ধারের পরই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শপথ নেওয়ার পরই বলেছিলেন মেয়েরা যখন খুশি বেরোবেন, যা ইচ্ছা পোশাক পরবেন, যেটা ভালো লাগে খাবেন। কিন্তু বাস্তবে এই বুলির প্রতিফলন কোথায়? প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল একটি দশবছরের নাবালিকা। বিকেলে মিলল তার দেহ? এর জবাব কি প্রশাসন দিতে পারবে? কোথায় পুলিশ?

উদ্ধার নাবালিকার নিথর দেহ

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু টোটো চালকের

সংবাদদাতা, মালদহ : চাঁচলে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক টোটোচালক। বুধবার বিকেলে চাঁচল-আশাপুর রাজ্য সড়কের দোসরকি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দ্রুতগতির একটি বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাহাজান আলি (৪৫)। গুরুতর জখম হন টোটোয় থাকা এক যাত্রী। সাহাজান আলি চাঁচল থানার কলিগ্রাম এলাকার নিমতলা গ্রামের বাসিন্দা। প্রতিদিনের মতো এদিনও টোটো নিয়ে চাঁচলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। পথে এক যাত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই পিছন দিক থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি

বোলেরো টোটোটিকে সজোরে ধাক্কা মারে।দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়িটি দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।তবে চিকিৎসকরা সাহাজান আলিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করছে এবং ঘাতক গাড়িটিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলিগ্রাম এলাকায়। মৃতের পরিবারে রয়েছেন বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও এক নাবালক সন্তান। অভিযুক্ত গাড়ির দ্রুত শনাক্তকরণ ও কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বুনো হাতির হানায় মৃত্যু

প্রতিবেদন : ফের হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ডুয়ার্স-এর চা বাগানে। মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি বুনো হাতির হামলায় বীরপাড়া থানার দলমোড় চা-বাগানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম বিকাশ সোনার (৪৭)। প্রাতঃকৃত করতে রাতে বাইরে যান। তখনই আক্রমণ চালায় হাতিটি। হামলায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। সরকারি নিয়ম মেনে মৃত ওই চা শ্রমিকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বুধবার ভোরে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের সোহারই এলাকায়। মৃতের নাম হবুজ বর্মন (৪২)। পেশায় তিনি কৃষিজীবী। পরিবার সূত্রের খবর, প্রবল গরমের কারণে মঙ্গলবার রাতে বাড়ির বারান্দায় টেবিল ফ্যান চালিয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বুধবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সেই ফ্যানের তার পায়ে জড়িয়ে নিচে পড়ে যান ওই ব্যাক্তি। দ্রুত তাকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের আবহ পরিবারে।

কাঠের তৈরি খাটে ঘুমোয় না বেলগাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা!

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

কারোর বাড়ির মেঝেতে বিছানা। কেউ রেখেছেন স্টিল বা লোহার খাট। অদ্ভুতভাবে কারও বাড়িতে চোখে পড়বে না কাঠের চৌকি বা খাট! এমনই দৃশ্য দেখা যাবে দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর ব্লকের বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পীরপালে। কিন্তু কেন? তার কারণ বললেন গ্রামের বাসিন্দারা।

এলাকার গ্রামবাসী ও ইতিহাসবিদের মুখে শোনা যায় ১৭০৭ সালে পিরপালের মাটিতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। এরপর তিনি দেবতা পীর রুপে আবির্ভূত হন বলে বিশ্বাস গ্রামবাসীদের। এই ভয়ে বিগত কয়েকশো বছর থেকে পিরপালের গ্রামের মানুষ কাঠের তৈরি চৌকি বা খাটে ঘুমোন না। আর কেউ যদি কাঠের তৈরি চৌকি বা খাটে ঘুমোন তাহলে সেই পরিবারের সকলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনটাই মত গ্রামবাসীদের। লক্ষ্মণ সেন প্রাণ নিয়ে

পালিয়ে তৎকালীন বঙ্গে পালিয়ে যান এবং তার সৈন্যরা পরাজিত হয়ে নদিয়া শহর পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অন্য দিকে এরপর বখতিয়ার খলজী তিব্বত ও কামরূপ অভিযানে যান। সেখানে বিফল হয়ে বখতিয়ার খলজি দেবীকোটে ফিরে আসেন। তিব্বত অভিযান বিফল এবং সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতির ফলে লখনৌতির মুসলিম রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। তারপর থেকে এলাকার বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ কাঠের তৈরি চৌকিতে বা খাটে ঘুমোন না।

গ্রামবাসী নাটারু রায় জানান, চৌকি বা খাটে ঘুমোলে স্বপ্নাদেশে তাঁদের ভয় দেখানো হয়। তাই তারা কাঠের তৈরি চৌকি বা খাটে ঘুমোন না বা কাউকে ঘুমোতে দেন না। এই পীরবাবাকে ভগবান রুপি মেনে প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বড় করে মেলা বসে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ দেখতে আসেন কিন্তু বর্তমানে দরগাটির করুণ দশা। বখতিয়ার খলজীকে পীরবাবা মানার কারণে গ্রামের মানুষ আজও মাটির তৈরি উঁচু ঢিপি বা খাটে ঘুমায়। বিজ্ঞানের যুগে এমন ঘটনাকে বাহিরের দুনিয়া কুসংস্কার বললেও পীরপাল গ্রামের মানুষ ভয়ে বা শ্রদ্ধায় বংশ পরম্পরায় মেনে চলেছে এই প্রথা।

আমার বাংলা
4 June, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কৃষ্ণনগরের ‘সৃষ্টিশ্রী’ ভবনকে প্রশাসন এবার বদলে ফেলল হোল্ডিং সেন্টারে

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত পড়ে থাকা কৃষ্ণনগরের ‘সৃষ্টিশ্রী’ ভবনটিকেই এবার করা হচ্ছে নদিয়া জেলার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অস্থায়ীভাবে রাখার অন্যতম হোল্ডিং সেন্টার হিসাবে। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। তবে ভবিষ্যতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়লে আরও হোল্ডিং সেন্টার তৈরির বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণনগরের পিডব্লুডি মোড়ে জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থিত বিশাল ‘সৃষ্টিশ্রী’ ভবনটি বহুদিন ধরেই অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। দোতলা এই ভবনে রয়েছে ৩০টিরও বেশি ঘর, যার মধ্যে রয়েছে একাধিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর এবং পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। জানা গিয়েছে, তৃণমূল সরকারের আমলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা উদ্যোক্তা ও সমবায়ভিত্তিক ব্যবসার প্রসারে ভবনটি তৈরি হয়। একসময় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে এর দায়িত্বও তুলে দেওয়া হয়েছিল। যদিও পরে তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর থেকেই এই ভবনের অধিকাংশ ঘর ফাঁকা পড়ে ছিল। এবার সেখানেই জেলার সীমান্ত এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণ ও প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রাখা হবে। যদিও এখনেও পর্যন্ত কোনও অনুপ্রবেশকারীকে সেখানে রাখা হয়নি। তবে প্রয়োজনে এই ভবনেই তদন্ত ও পরিচয় যাচাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের রাখা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পরে সমস্ত আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তাঁদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তারপরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য, ক’দিন আগেই নদিয়ার ভীমপুরের অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে পুলিশি নিরাপত্তায় রাখা হয়েছিল। গত রবিবার তাঁকে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনার পরই জেলার বিভিন্ন এলাকায় অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

কৃষ্ণনগরের সৃষ্টিশ্রী ভবন।

তৃণমূলকর্মী পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত বিজেপি কর্মীরা

সংবাদদাতা, বোলপুর : এলাকার দীর্ঘদিনের সক্রিয়, পরিচিত তৃণমূল কর্মী হাবল লোহারকে (৪৮) পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল কিছু এলাকার কিছু বিজেপি সমর্থকের বিরুদ্ধে। ঘটনা বোলপুর থানার বাহিরী পাঁচশোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাহিরি পূর্বপাড়া গ্রামের। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীররাতে একদল দুষ্কৃতী হাবল লোহারের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক পেটায়। গুরুতর জখম হন তিনি। অতিরিক্ত জখমের কারণেই ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা গ্রামেরই কয়েকজন যুবক, যারা নিজেদের বিজেপি কর্মী-সমর্থক হিসেবে পরিচয় দিত। হামলাকারীদের হাতে লাঠি, লোহার রডের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্রশস্ত্রও ছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। তাদের আরও দাবি, শুধু হাবলের বাড়িই নয়, তাঁর বাড়ির আশপাশের একাধিক বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। হামলার জেরে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, হাবল দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বোলপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে পরে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় তারা। সেই সঙ্গে গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল।

মৃত হাবল লোহার

পর্যটন, মৎস্যক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ে দাবি তুলবে হোটেলিয়ার্স এবং ফিশারমেন অ্যাসোসিয়েশন

প্রতিবেদন : এ-রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র দিঘায় রয়েছে মাছের বড় ব্যবসা। এই দুই ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে নতুন সরকারের কাছে দরবার করবে দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে দিঘার সৌন্দর্যায়ন ও নিরাপত্তা নিয়ে বহু উন্নয়ন কাজ হয়েছে। তবে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তীর কথায়, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হয়েছে। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র। তাঁদের দাবি, দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। দিঘায় বেড়াতে আসা লক্ষ লক্ষ পর্যটকের মধ্যে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল-সহ দূরবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। দিঘার হাসপাতালের গুরুত্ব বাড়াতে হবে। অন্যদিকে দিঘা মোহনায় রাজ্যের সবচেয়ে বড় মাছের নিলামকেন্দ্র অবস্থিত। সেখানে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয়। বিদেশে মাছ রফতানি হয়। কয়েক বছর আগে মোহনায় আধুনিক সুবিধাযুক্ত নিলামকেন্দ্রের পরিকাঠামো গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা ধীরগতিতে চলছে। দীঘা ফিশারমেন অ্যান্ড ফিশ ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামসুন্দর দাসের কথায়, নিলামকেন্দ্রের কাজ অবিলম্বে শেষ করা-সহ নানা দাবি নিয়ে সরকারের দ্বারস্থ হব। তাঁর মতে, বিভিন্ন মৎস্যবন্দরের পরিকাঠামো উন্নয়ন, ট্রলার-লঞ্চের জ্বালানি ডিজেলে ভর্তুকি দেওয়া, সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, বিমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার নজর দিক।

দিঘার মোহনায় মাছের নৌকা।

দিঘা

ডোমকলে উদ্ধার যুবতীর মৃতদেহ

প্রতিবেদন : বুধবার সকালে বাড়ি থেকে কয়েকশো মিটার দূরে উদ্ধার হল ডোমকল পুরসভার হারুরপাড়ার বাসিন্দা কাজলা বিবির (৩৫) ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডোমকল থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনায় মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে তার পরিবার। স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর খানেক আগে প্রেম করে বিয়ে হয় কাজলার। যদিও সেই সম্পর্ক প্রেমিকের পরিবার মেনে না নেওয়ায় বাবার বাড়িতেই থাকতেন তিনি। কাজলার পরিবারের দাবি, মঙ্গলবার রাতে বাড়ির বাইরে গিয়ে মেয়ে আর ফেরেনি।

প্রশাসনের বাঁধা দরে মিলছে না বালি, বিক্ষোভে বন্ধ খাদান

বড়জোড়ায় দাঁড়িয়ে পে লোডার। বন্ধ বালি খাদান।

প্রতিবেদন : প্রশাসনের নির্ধারিত দামে আবাস যোজনার বালি পাচ্ছেন না এই অভিযোগে বড়জোড়ার একটি খাদান বন্ধ করে দিলেন স্থানীয় মানুষ। সোমবার বিকেল থেকে দামোদর নদের ওই খাদানে গণ্ডগোলের শুরু। প্রশাসন নির্ধারিত দামে বালি বিক্রি নিয়ে এলাকার মানুষের সঙ্গে খাদানের কর্মীরা বচসায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, প্রশাসন দাম বেঁধে দেওয়ার পর কয়েকজনকে কম দামে বালি দেওয়া হলেও তা নির্মাণকাজে ব্যবহারের যোগ্য নয়। স্থানীয়দের বাধায় মঙ্গলবার দিনভর ওই খাদান থেকে বালি বিক্রি হয়নি। জেলা ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের এক আধিকারিকের কথায়, প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে বালির অতিরিক্ত দাম নেওয়া হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। বাঁকুড়ায় আবাস যোজনার উপভোক্তাদের জন্য ট্রাক্টর-প্রতি ১২০০ টাকা করে বালির দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আগে এক ট্রাক্টর বালির জন্য জেলার মানুষদের থেকে ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছিল। ফলে গরিব ও মধ্যবিত্তেরা সমস্যায় পড়েছিলেন। জেলা প্রশাসন ও ভূমিদফতরের সঙ্গে বিধায়কের বৈঠকের পরই প্রশাসনের তরফে বালির দাম বেঁধে দেওয়া হয়। তার আগে খাদান মালিকদের সঙ্গেও আলোচনা করে প্রশাসন। এর পরেও খাদান মালিকেরা নির্দেশ অমান্য করায় বিতর্কের সূত্রপাত। দামোদর-তীরবর্তী দুবরাজপুর গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রাম লাগোয়া খাদান থেকে টন টন বালি কলকাতা ও ভিনজেলায় বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এলাকার বাসিন্দাদের চড়া দামে বালি কিনতে হচ্ছে। ১২০০ টাকার বালিতে মাটির ভাগ বেশি। সেটা দিয়ে বাড়ি তৈরি করা যায় না। কিন্তু খাদানের কর্মীরা জানিয়ে দেন, ওই টাকায় ভাল বালি দেওয়া যাবে না। এরপরই স্থানীয়রা আন্দোলনে নামেন। তাঁদের চাপে শেষ পর্যন্ত খাদান থেকে বালি বিক্রিই বন্ধ করে দেওয়া হয়!

বাঁকুড়া

আপেল ফলিয়ে তাক লাগালেন বেলডাঙার রূপেশ

প্রতিবেদন : নবাবি মুলুকে এখন একটুকরো হিমাচলের দেখা মিলেছে। বেলডাঙার স্কুলশিক্ষক রূপেশ দাস তাঁর বাগানে হিমাচল প্রদেশের তিন প্রজাতির সুস্বাদু আপেল ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তিন প্রজাতির আপেলেরই ব্যাপক ফলন হয়েছে তাঁর বাগানে। মিষ্টি আপেলের ভারে ডাল নুইয়ে পড়েছে। রোজই সকাল-বিকেল এলাকার মানুষ তাঁর আপেল বাগানে ভিড় জমাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের জলবায়ু উষ্ণ ক্রান্তীয় প্রকৃতির। এখানকার পরিবেশ আপেল উৎপাদনের জন্য আদর্শ নয়। তবু টানা ৪ বছর ধরেই বেলডাঙার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাছাড়িপাড়ায় নিজের বাড়ি লাগোয়া দেড় কাঠা বাগানে আপেল ফলিয়ে এমন অবিশ্বাস্য ফলন পেয়েছেন পেশায় স্কুলশিক্ষক রূপেশবাবু। বাগান করার শখ তাঁর বহুদিনের। বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগিয়ে বাড়ির সামনেই তাঁর এই সাজানো বাগান দর্শনীয়। সেখানেই হিমাচল প্রদেশের তিন প্রজাতির আপেলের এই ফলন মানুষের নজর কেড়েছে। এর মধ্যে বেশি সুস্বাদু ডর্সেট গোল্ডেন প্রজাতির আপেল। তবে আকৃতির দিক থেকে এগিয়ে অ্যানা প্রজাতির আপেল। রূপেশবাবুর অভিজ্ঞতায় এইচআরএম-৯৯ প্রজাতির আপেল গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে কম। পোকা, পাখি ও বাদুড়ে অনেক ফল নষ্ট করেছে। কিন্তু তারপরও গাছে প্রচুর আপেল হয়েছে। এবার তাঁর বাগানের ৬টি গাছের মধ্যে ৫টিতেই শয়ে শয়ে ফলন হয়েছে। বর্তমানে সবুজ আপেলে লেগেছে লাল আভা। ৫ বছর আগে হিমাচলের একটি ফার্ম থেকে ১০টি আপেল চারা আনান তিনি। বছর পার না হতেই সেই গাছে ব্যাপক ফলন শুরু হয়। রূপেশবাবু বলেন, প্রথম বছর গাছের পরিচর্যা করতে হয়। বিশেষ করে শিকড়ের যত্ন নিতে হয়। কারণ আপেল গাছের শিকড় মিষ্টি হওয়ায় উইয়ের আক্রমণ হয়। হিমাচলের এক আপেল চাষির সঙ্গে কথা বলে, নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ নিয়ে সুফল পেয়েছি। উষ্ণ ক্রান্তীয় জলবায়ুতে আপেল চাষ সম্ভব নয়, এই ধারণা ভেঙে গিয়েছে। এই বাগানের আপেল গাছগুলির উচ্চতা প্রায় ১০-১২ ফুট ভয়ে গিয়েছে। গত বছর ফুল আসার সময় থেকেই পরিচর্যায় মন দেন। এবার নিউট্রেশন ম্যানেজমেন্ট ও পিআরজি স্প্রে করে অভাবনীয় ফল পেয়েছেন। বাগানের পরিচর্যায় সাহায্য করেন স্ত্রী রাজশ্রী। আপেলের পাশাপাশি রূপেশবাবুর বাগানে পিচ, পার্সিমন, অ্যাপ্রিকট ফলের গাছও আছে। শখের বাগানে কেশর অর্থাৎ জাফরানও ফলিয়েছেন। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে রূপেশের বাগানের কথা।

নিজের বাগানে আপেল গাছের সামনে রূপেশ দাস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 June, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৪ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ইলামবাজার থানার সুখবাজারের একটি দোকানের ছাদ থেকে উদ্ধার হল মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ থাকা স্থানীয় যুবক সামন্ত রায় ওরফে দীপুর (৩৫) অর্ধনগ্ন দেহ। পুলিশের অনুমান, পেছনে ঋণের কারণ থাকতে পারে

পরপর দু'দিনে ২ অজ্ঞাতপরিচয় দেহ উদ্ধারে রহস্য, তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত কুলটি এলাকায় পরপর দুদিনে দুই অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তদন্তে নেমেছে কুলটি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার কুলটি থানার বড়িরা এলাকা থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করে। তবে ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার সকালে ফের একটি অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার সকালে কুলটির পানুড়ি এলাকার একটি জঙ্গল থেকে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে কুলটি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জঙ্গলের ভিতরে দেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কুলটি থানার আধিকারিক অশোক সিং মহাপাত্র, কুলটির এসিপি শেখ জাভেদ হুসেন, নিয়ামতপুর ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মিহিরকুমার দে-সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছে, উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় মৃতদেহটি কদিন আগের হতে পারে, কারণ দেহটি পচাগলা অবস্থায় ছিল। তবে মৃত যুবকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

কুলটি

'অমৃত ভারত স্টেশন'-এর নামে রেলের বুলডোজার কার্যত 'মৃত' বানাচ্ছে হকার, ছোট দোকানিদের

সংবাদদাতা, ফরাক্কা : 'অমৃত ভারত স্টেশন'-এর নামে একপ্রকার 'মৃত' বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে রেলের হকার-সহ আশপাশের ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের। এবার নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশন চত্বরে রেলের বুলডোজার সব দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল রেল। বুধবার সকাল থেকে ওই উচ্ছেদ অভিযানে নিউ ফরাক্কা স্টেশন সংলগ্ন দোকানদারেরা কার্যত সর্বস্বান্ত হলেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁরা গত ৪০-৪২ বছর ধরে এলাকায় দোকানপাট করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করছিলেন। এখন তাঁরা কী খাবেন, কী করে সংসার চলবে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা কীভাবে চলবে তাই নিয়ে একেবারেই দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি নিউ ফরাক্কা স্টেশনকে 'অমৃত ভারত স্টেশন' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণার পর স্টেশন চত্বর আধুনিকীকরণ এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু স্টেশনের বাইরে ছোট ছোট দোকানগুলি ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কী এই প্রশ্ন তুলেছেন উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানান, অবৈধ দখলদার মুক্ত করতে গিয়ে নিউ ফরাক্কা রেল স্টেশন ফাঁকা হয়ে যাবে। রাতবিরেতে প্যাসেঞ্জাররা স্টেশনে নেমে নিরাপত্তা পাবেন কিনা সেই প্রশ্নও উঠেছে।

ফরাক্কা স্টেশনের বাইরে রেলের বুলডোজার চলল। বুধবার।

গরমে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু ক্ষোভে ফুঁসছেন পরিজন

শোকাচ্ছন্ন মৃত ছাত্রীর পরিবার।

সংবাদদাতা, বেলডাঙা : প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর । মমান্তিক ঘটনাটি বেলডাঙার কুমারপুর গ্রামের। মঙ্গলবার ওই ছাত্রীটি কুমারপুর স্কুলে গিয়েছিল। ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত ফ্যান না থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সুনন্দা মণ্ডল (১৩)।স্কুল ছুটির আগেই এক বান্ধবীকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আরও অসুস্থ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সে। ভয় পেয়ে বান্ধবীটি এলাকা ছেড়ে পালায়। একজন পথচারী বাড়িতে খবর দিলে বাড়ির লোক দ্রুত উদ্ধার করে তাকে প্রথমে বেলডাঙা হাসপাতাল এবং পরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার রাতে বহরমপুরের ওই হাসপাতালে মৃত্যু হয় সুনন্দার। একমাত্র মেয়েকে হারানোয় ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন। পরিবারের পক্ষে সাধন সেন বলেন, ওই সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর থাকলেও ছাত্রীদের ঘরে পর্যাপ্ত পাখা নেই। যে ঘরে সুনন্দা ক্লাস করছিল সেই ঘরে প্রায় ২০০ পড়ুয়ার জন্য ছলছিল মাত্র দুটো ফ্যান। সেই কারণেই সুনন্দা অসুস্থ বোধ করে। আর তাতেই তার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ পরিবারের। ছাত্রীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বহরমপুর মর্গে পাঠানো হয়। গ্রামের লোকজন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বুধবার তালা মেরে দেন স্কুলে। ঘেরাও হন স্কুল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার বিচার চান সবাই।

খাবারে অস্বাস্থ্যকর রঙ ব্যবহার ঝাড়গ্রামে বন্ধ হল নামী দোকান

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম শহরের জনপ্রিয় বিরিয়ানি বিক্রয় কেন্দ্র হাজি বিরিয়ানি পরিদর্শনে এসে দোকানটি বন্ধের নির্দেশ দিলেন জেলা সিএমওএইচ দফতরের আধিকারিকেরা। অভিযোগ, দোকানে খাবার প্রস্তুতের সময় এমন রঙ ব্যবহার করা হচ্ছিল যা মানবদেহের জন্য নিরাপদ নয় এবং দীর্ঘদিন ধরে খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগেও দোকানের মালিককে সতর্ক করে খাদ্য নিরাপত্তা বিধি মেনে খাবার প্রস্তুতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে একইভাবে খাবারে রঙ মিশিয়ে বিক্রি চালানোর অভিযোগ ওঠে। পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়ায় কড়া পদক্ষেপ হিসেবে দোকানটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্বাস্থ্য দফতর জানায়, খাদ্যের গুণগত মান ও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চলবে।

স্বাস্থ্যকর্তারা পরখ করছেন বিরিয়ানি।

ছুটির পর স্কুল খুলতেই সাপের কামড় খেল ছাত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্য জুড়ে দাবদাহের পরিস্থিতিতে সকাল দশটার পরই রাস্তাঘাট শুনশান। এই পরিস্থিতিতে বুধবার থেকে মর্নিং স্কুল শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই নবগ্রাম থানার ৩৩ নম্বর বাহালা প্রাথমিক স্কুল চত্বরে সাপের কামড় খেল প্রথম শ্রেণির ছাত্রী অনিন্দিতা ঘোষ। খবর পেয়েই স্কুলে চলে আসেন তার অভিভাবক এবং গ্রামবাসীরা। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর, ছাত্রীর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অন্য পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। স্কুল চত্বর এবং আশপাশের এলাকা আগাছা এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকাকেই দায়ী করেন তাঁরা। জানা যায়, এই কারণেই পোকামাকড় এবং সাপের উপদ্রব বেড়েছে। জানা গিয়েছে, স্কুলের গেটের চাবি থাকে স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ি। পড়ুয়ারাই সেখান থেকে চাবি নিয়ে স্কুল খোলে। শিক্ষকরা স্কুলে আসেন পরে। এদিনও কয়েকজন পড়ুয়া স্কুলের গেট খুলে ভিতরে ঢোকে। গ্রীষ্মের ছুটির পর সোমবারই রাজ্যের সরকারি স্কুলে পঠনপাঠন শুরু হয়। বুধবার জঙ্গলে ভরে থাকা স্কুল চত্বরে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলার সময়ই অনিন্দিতাকে সাপে কামড়ায়।

১৫ দিনে জায়গা খালির নির্দেশ বিশ্বভারতীর, পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : সম্প্রতি ভুবনডাঙার বাঁধের পাড় এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলিকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরিয়েছে বিশ্বভারতী। ওই নোটিশে ১৫ দিনের মধ্যে বিশ্বভারতীর জমি থেকে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ সরিয়ে জায়গা খালি করতে বলা হয়েছে। নির্দেশ না মানলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে নোটিসে। এর প্রতিবাদেই ভুবনডাঙার বাঁধের পাড় এলাকার বাসিন্দারা-সহ এসসি, এসটি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু জয়েন্ট ফোরামের সদস্যরা পুনর্বাসনের দাবি তুলে সোমবার বিকেলে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান। রাস্তা অবরোধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢোকা নিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিশ্বভারতীর নিরাপত্তারক্ষীদের বচসা এবং ধস্তাধস্তি হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, আন্দোলনকারীরা একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। বহু বছর ভুবনডাঙার এই ঐতিহ্যবাহী বাঁধ ও জলাশয় কচুরিপানায় ভরে থাকলেও কার্যত স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে প্রবীরকুমার ঘোষ দায়িত্ব নেওয়ার পরই তার সংস্কারকাজ শুরু হয়। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দাবি, বাঁধ সংলগ্ন জমির একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন দখল করে বসবাস করছেন কিছু মানুষ। তাঁদের অনেকেই বিশ্বভারতীর প্রাক্তন কর্মীদের পরিবারের সদস্য বলে দাবি তাঁদের। ওই এলাকা থেকে ফেলা বর্জ্যের কারণে জলাশয় ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে বলে অভিযোগ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। জাতীয় পরিবেশ আদালত এজন্য আর্থিক জরিমানাও করে বিশ্বভারতীকে। সেই কারণেই প্রায় ৩২টি পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয় বলে কর্তৃপক্ষ জানান। এই পরিস্থিতিতে ওই পরিবারগুলি এসসি, এসটি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু যৌথ মঞ্চের সহযোগিতায় পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে নামে। সংগঠনের সভাপতি বৈদ্যনাথ সাহার কথায়, বিশ্বভারতী সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠান। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ওখানে বসবাসকারী তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষদের দেওয়া উচ্ছেদের নোটিশ প্রত্যাহার করতে হবে এবং বাসিন্দাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আলোচনায় বসে এর সুরাহা করুক বলে তাঁর মন্তব্য। এদিকে আচমকা ১৫ দিনের মধ্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে এলাকার পরিবারগুলি।

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভরত মানুষ।

আমার বাংলা
4 June, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিনা নোটিশে নির্বিচারে উচ্ছেদ চালাচ্ছে বিজেপি সরকার

তুলে দেওয়া হল সবজির বাজার রুজিতে টান, চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে সবজির বাজার উঠিয়ে দিল বিজেপির প্রশাসন। যানজট দূর করার নামে এভাবেই কর্মহীন গরিব সবজি ব্যবসায়ীদের। বুধবার উত্তরদিনাজপুরের চাকুলিয়ার ঘটনা। কালীবাড়ি এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা ভ্যান, ঠেলাগাড়ি এবং অস্থায়ী দোকানদারদের দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশের এই আকস্মিক অভিযানে একদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে বহু দরিদ্র পরিবারের রুটি-রুজিতে। আচমকা উচ্ছেদ ও প্রশাসনের কড়া অবস্থানে চরম বিপাকে পড়েছেন অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। কেউ ভ্যান বা ঠেলাগাড়িতে, আবার কেউ রাস্তার ধারেই ত্রিপল বিছিয়ে নানা সামগ্রী বিক্রি করছিলেন। অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পুলিশের এই উদ্যোগে এক লহমায়

তুলে দেওয়া হচ্ছে বাজার।

অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের ভবিষ্যৎ। আচমকা দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কীভাবে সংসার চলবে, তা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন এই অস্থায়ী ব্যবসায়ীরা। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের এভাবে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা কার্যত এক ধরনের হয়রানি। এক ঠেলাগাড়ি চালক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন পেটের তাগিদে, ছেলেমেয়েদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে রোদে-জলে কষ্ট করে ব্যবসা করি। আজ যদি দোকান দিতে না পারি, তবে কাল থেকে পরিবার নিয়ে না খেয়ে মরতে হবে। সরকার বা প্রশাসন আমাদের উচ্ছেদ করার আগে কেন পুনর্বাসনের কথা ভাবল না? স্থানীয় সমাজকর্মীদের একাংশের মতে, শহরের সৌন্দর্যায়ন ও যানজট মুক্তকরণ অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার জন্য গরিবের পেটে লাথি মারা স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। হকার্স জোন বা নির্দিষ্ট বিকল্প বাজারের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ-অভিযান খেটে খাওয়া মানুষদের আরও অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়।

ছাড়তে হবে ভিটে

আলিপুরদুয়ারের কালীবাড়ির বাসিন্দারা নোটিশ পেয়ে চিন্তায়

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বাবা-ঠাকুরদার ভিটে। জন্মের পর থেকেই বসবাস করছেন তাঁরা। হঠাৎ একটা নোটিশ! ১৫ দিনের মধ্যেই ছেড়ে যেতে হবে সাধের বাড়ি! উচ্ছেদের ওই নোটিশ হাতে নিয়ে স্মৃতিতে মোড়া উঠোন, গোয়ালঘর, বাগানে থাকা চারা গাছগুলির দিকে একবার তাকালেন আলিপুরদুয়ারের কালীবাড়ি এলাকার এক বাসিন্দা। চোখ ভিজে গেল জলে। এমনই অবস্থা ওই এলাকার প্রতিটি বাসিন্দার। যে কোনওদিন বুলডোজার দিয়ে দীর্ঘদিনের আস্তানা গুঁড়িয়ে দিতে পারে রেল কর্তৃপক্ষ। এই আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে। তাই বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে এভাবে উচ্ছেদের নোটিশে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। এই ঘটনার প্রতিবাদে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। এই বিক্ষোভে শামিল হন কোচবিহার শহরের হকাররাও। কী করে শিশু, বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের নিয়ে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বেন? কোথায় যাবেন? এমনই চিন্তা গ্রাস করেছে তাঁদের। কিন্তু কোনও সুরাহার পথ দেখতে পাচ্ছেন না তাঁরা। কালীবাড়ির বাসিন্দাদের একটাই প্রশ্ন কেন এমন উচ্ছেদের রাজনীতি করছে বিজেপি? ভোটের আগে এক রূপ জেতার পরই বাড়ি, দোকান, বাজার সব শেষ করে দিচ্ছে। তাহলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? এই দাবিও তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

জাল আধার তৈরিতে ধৃত ৩ সিভিক ভলেন্টিয়ার

প্রতিবেদন : সরষের মধ্যেই ভূত! জাল আধার তৈরির কাজে গ্রেফতার তিন সিভিক ভলেন্টিয়ার। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের ঘটনা। মঙ্গলবার গভীর রাতে সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শরণপুর গ্রাম থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার ওমর ফারুক। পাশাপাশি গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিহারের আমদাবাদের বাসিন্দা রাজুকুমার শর্মা ও হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারী এলাকার বাসিন্দা অঙ্কিতকুমার শর্মাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, সিভিক ভলান্টিয়ার ওমর ফারুকের বাড়িতেই রমরমিয়ে চলত এই জাল আধার তৈরির কাজ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর জাল আধার কার্ড এবং আধার কার্ড তৈরির কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম উদ্ধার হয়েছে। বিহারের এক যুবকের লগ-ইন আইডি ব্যবহার করে এই কাজ করা হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের বুধবার আদালতে তোলা হয়।

হাতির দাঁত-সহ গ্রেফতার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যপ্রাণীদের দেহাংশ পাচারের সেভ প্যাসেজ হয়ে উঠছে আলিপুরদুয়ারের সীমান্ত শহর জয়গাঁও। গত সপ্তাহের শেষ দিন ও আজ বুধবার পর পর হরিণের শিং ও হাতির দাঁত পাচার করতে গিয়ে বন দফতরের জালে ধরা পড়েছে মোট তিনজন পাচারকারী। তাঁদের গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করেছে বনদপ্তর। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা হ্যামিল্টনগঞ্জ এলাকায় নজরদারি চালানোর সময়, নিম্ন অসমের বাসিন্দা অজয় ব্রহ্মকে আটক করে । তার মোটরসাইকেল ও ব্যাগ তল্লাশি করলে উদ্ধার হয় প্রায় দুই কিলোগ্রাম ওজনের দুটি মূল্যবান হাতির দাঁত। প্রাথমিক তদন্তের পর বনদপ্তর সূত্র জানা গেছে যে, অসমের জঙ্গলে একটি দাঁতাল হাতিকে হত্যার করে, তার দাঁত চোরা শিকারিরা ভুটানের পথে অন্য দেশে পাচারের ছক কষেছিল। তবে পশুপ্রেমীদের তরফে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের এই করিডোর সম্পূর্ণ ভাবে কবে বন্ধ করতে সক্ষম হবে সরকার?

পুনর্বাসন নয়, রোজগারের স্বার্থে সহাবস্থান চাইছে জয়ন্তীর একাংশ

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

বিগত লোকসভা ভোটের আগেই জাতীয় ব্যাঘ্র কমিশনের নির্দেশ মেনে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীরে থাকা ভুটিয়াবস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি স্থানান্তর করেছিল বন দফতর। নতুন গ্রাম বনছায়া তৈরি করেছিল তৃণমূল। আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি, সেখানে পুনর্বসিন দিয়েছিল দুই বনবস্তির বাসিন্দাদের। এবার পালা জয়ন্তীর। কিন্তু জয়ন্তীর বাসিন্দাদের একটা অংশ রাজি হলেও, কিছু বাসিন্দা জয়ন্তী ছাড়তে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, অতীতে এখানে বাঘ ও মানুষের সহাবস্থান ছিল। তাই জয়ন্তী গ্রামকে উচ্ছেদ না করে, সকলের সহাবস্থানে বেঁচে থাকুক জয়ন্তী। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের গভীরে থাকা মানববসতি সরিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য নিরাপদ

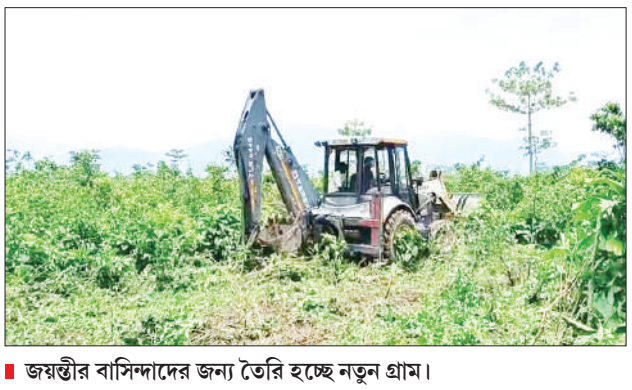

জয়ন্তীর বাসিন্দাদের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন গ্রাম।

আবাসভূমি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবার জয়ন্তী বনগ্রামের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা-বাগান সংলগ্ন বিজয়গড় বস্তি এলাকায় প্রায় ৫০ একর সরকারি জমিতে নতুন গ্রাম গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে বনদফতর। পরিকল্পনা অনুযায়ী, জয়ন্তীর বাসিন্দাদের জন্য ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির মতো পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য একটি গ্রাম তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে আধুনিক জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তা-সহ প্রয়োজনীয় নাগরিক পরিষেবার পরিকাঠামো জোরকদমে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই পুনর্বাসন প্রকল্পে জয়ন্তীর প্রতিটি পরিবারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ও আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হবে। এবার অপেক্ষা সবুজ সংকেতের। কিন্তু জয়ন্তীর বাসিন্দাদের অধিকাংশ পর্যটন ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত। এটিই তাঁদের একমাত্র রুজিরুটির পথ। এবার তাঁদের যদি জয়ন্তী থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও পুনর্বাসন দেয় সরকার, তাহলে তাঁদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব কে নেবে। ক্ষতিপূরণের টাকায় কতদিন চলবে? এটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জয়ন্তীবাসীর একাংশ চাইছেন, স্থানীয় মানুষ, বন্যপ্রাণ ও পর্যটনের সহাবস্থান থাকুক জয়ন্তীতে। জয়ন্তীর বাসিন্দা প্রদীপ দে জানান, অতীতে জয়ন্তীতে বাঘ ছিল, স্থানীয় মানুষ সেখানে বসবাস করত, এমনকি পর্যটনও চলত সঠিক পথে।

মাঠে গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু বৃদ্ধার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বুধবার সকাল থেকে অসহ্য গরমের পর দুপুর গড়াতেই বজ্র বিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় আলিপুরদুয়ার জেলার বেশকিছু এলাকায়। প্রচন্ড বৃষ্টির পর খানিকটা স্বস্তি মিললেও, সেই স্বস্তির সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে একটা মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। এদিন আলিপুরদুয়ার একটা নম্বর ব্লকের ঘাগড়া এলাকায় ঝাড়বৃষ্টি শুরু হতেই মাঠে চড়তে দেওয়া গরু আনতে বৃষ্টির মধ্যেই মাঠে যান গীতা বর্মন (৬২)। সেই সময় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছিল প্রচন্ড বজ্রপাত। গীতা দেবী গরুর কাছে পৌঁছানোর আগেই আচমকা তার ওপর বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলেই ঝালসে মৃত্যু হয় তার। এরপর আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে,আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রয়াগরাজে একটি বাড়িতে পাওয়া গেল পরিবারের ৩ জনের মৃতদেহ। বীরেন্দ্র বৈশ্য, তাঁর স্ত্রী অনিতা এবং মেয়ে মীনাক্ষীর মৃতদেহ পড়ে ছিল ৩টি আলাদা ঘরে। নিখোঁজ বীরেন্দ্রর পুত্র অভিষেক। পুলিশের ধারণা, এটি খুনের ঘটনা

দিল্লি দরবার

4 June 2026 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির পাল্লায় পড়ে করুণ হাল নীতীশের

নয়াদিল্লি: বিজেপিকে বিশ্বাস করে কি বিপন্ন হতে চলেছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমারের রাজনৈতিক অস্তিত্ব? ইঙ্গিত অন্তত সেই রকমই। কাজ গুছিয়ে কার্যত তাঁকে ছুঁড়ে ফেল দিল বিজেপি। একসময় ছিলেন দেশের রেলমন্ত্রীও। কয়েকদফায় সবমিলিয়ে প্রায় ১০ বার বসেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। আরও বড় কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখে বিজেপির কথায় ভরসা করে ছেড়েছেন সেই মুখ্যমন্ত্রীর আসনও। কিন্তু কোথায় কী? রাজ্যসভায় গিয়ে তাঁর জুটল রেলের সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির একটা সাধারণ সদস্যপদ। রাজনৈতিক মহলের মতে, নীতীশ কুমারকে সরিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ বিজেপি দখল করার আগে গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। গুরুত্বপূর্ণ দফতরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ারও নাকি টোপ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দিল্লিতে গিয়েই নীতীশ কুমার টের পেলেন বিজেপির পাল্লায় পরে কী করুণ হাল হল তাঁর। প্রাক্তন রেলমন্ত্রীকে যে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডিং কমিটির সাধারণ সদস্য হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি নীতীশ।

রাজ্যসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এলেন তৃণমূলের তিন সাংসদ

নয়াদিল্লি: রাজ্যসভার বিভিন্ন দফতরের সংসদীয় কমিটির সদস্য হলেন তৃণমূলের ৩ সাংসদ, বাবুল সুপ্রিয়, মানেকা গুরুস্বামী, এবং রাজীব কুমার। শিক্ষা, নারী, শিশু, যুব ও ক্রীড়া দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মনোনীত হলেন বাবুল সুপ্রিয়। পার্সোনেল, জন-অভিযোগ, আইন ও বিচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে এলেন মানেকা গুরুস্বামী। রাজীব কুমার পেলেন যোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যপদ। জানানো হয়েছে রাজ্যসভা সূত্রে।

মূর্তি ও উপসনাস্থল ভাঙার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা কল্যাণের

বিজেপির বুলডোজার-সন্ত্রাস রুখে দিলেন মহারাষ্ট্রের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা

মুম্বই: বিজেপির বুলডোজার-সন্ত্রাস থেকে রেহাই নেই বুদ্ধমূর্তি এবং ধর্মস্থানেরও। তাদের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি এবং বৌদ্ধদের উপাসনাস্থল রক্ষা করতে এবার পথে নামতে হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। রুখে দাঁড়ালেন মূর্তি ভাঙার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে। এমনই দৃশ্য দেখা গেল ডবল ইঞ্জিন সরকারের মহারাষ্ট্রে। কল্যাণের ভালধুনিতে। বিজেপির এই নগ্ন রূপ বেআব্রু করে দিলেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন, এই কি বিজেপির ধর্মীয় মূল্যবোধ? সমাজমাধ্যমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতিবাদের ভিডিও তুলে ধরেছেন তিনি। প্রকাশ করেছেন গভীর উদ্বেগ। লিখেছেন, শান্তি,সহানুভূতি এবং সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সারা বিশ্বে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ে আসছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, বিজেপির বুলডজার-সন্ত্রাস এমনই উদ্বেগজনক এবং বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে ডবল

ইঞ্জিন সরকারের মহারাষ্ট্রে যে আমাদের দেখতে হচ্ছে, সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরই ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁদের উপাসনাস্থল রক্ষা করতে রুখে দাঁড়াতে হচ্ছে বুলডোজারের সামনে।

কল্যাণের কটাক্ষ, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, যে বিজেপি সরকার ধর্মীয় মূল্যবোধ তুলে ধরার কথা বলে, কৃতিত্ব দাবি করে, তারাই আবার আঘাত গোটা সম্প্রদায়ের অনুভূতি এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে। এরই পাশাপাশি অসংখ্য হকার এবং ভেন্ডারের রুজিরোজগার, তাঁদের পরিবারের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্যও বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, সব ধর্মবিশ্বাসের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সহাবস্থান এবং মানবিকতাই সনাতন ধর্মের মূল আদর্শ। কিন্তু বিজেপির কাজকর্ম, আচরণে সেই নীতি এবং মূল্যবোধকেই ধ্বংস করার অপপ্রয়াস স্পষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবোধের প্রতি তাদের অঙ্গীকার এক বড় প্রশ্নের মুখে। আসলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই বিশ্বাস। সেই ধর্মবিশ্বাস কখনও ভয় এবং দুঃখের উৎস হতে পারে না।

দক্ষিণ দিল্লির হোটেলে ভয়াবহ আগুন, হত ১৮ বিদেশি-সহ অন্তত ২১, জখম প্রায় ৪০

শোকপ্রকাশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নয়াদিল্লি : বুধবার সকালে দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগরে এক অভিজাত হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন অন্তত ২১ জন। এর মধ্যে অন্তত ১৮ জন বিদেশি নাগরিক বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত বিদেশিদের মধ্যে রয়েছেন নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, লাইবেরিয়া, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের নাগরিকরা। সকলেই এসেছিলেন আশপাশের বিভিন্ন অত্যাধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। প্রাণ বাঁচাতে ৫ তলা হোটেলের জানালা থেকে নিচে ঝাঁপ দেন ভেতরে আটকে পড়া বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলাও আছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৭ জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে এইমসে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে জানা গিয়েছে। ভেতরে এখনও কেউ আটকে আছেন কিনা, থাকলে ক-জন আটকে রয়েছেন, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারছে না পুলিশ বা দমকল। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বুধবার রাজধানীর অগ্নিকাণ্ড উসকে দিল কলকাতার স্টিফেন কোর্টের ভয়াবহ আগুনের স্মৃতি। এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, দিল্লির মালব্য নগরের মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে অনেক মূল্যবান প্রাণহানি হয়েছে। আমি মর্মাহত। শোকস্তব্ধ পরিবারগুলোর জন্য রইল আমার আন্তরিক সমবেদনা— যাঁদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে। জখমদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। শক্তি এবং সাহসের সঙ্গে এই পরিস্থিতি সামলে উঠুন ক্ষতিগ্রস্তেরা।

মালব্য নগরের হাউজ রানি এলাকায় হোটেলটির নাম ফ্লোরিস স্টে বিএনবি। বেসমেন্টে রেস্তোরাঁ। আগুনের উৎস সম্ভবত সেখানেই। তবে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না আগুনের কারণ শর্টসার্কিট না অন্য কিছু। উপরের ফ্লোরগুলোতে হোটেল। দ্রুত আগুন গ্রাস করে নেয় গোটা ৫ তলা বিল্ডিং। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে বেসমন্টে আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে হোটেলের ঘরগুলিতে। হোটেলে তখন কমপক্ষে ৪০ জন বোর্ডার ছিলেন। কালো ধোঁয়া আর আগুনের হলকায় বের হতে পারছিলেন না কেউই। আগুনের ভয়াবহতায় তাঁরা আর বেরোতেই পারেননি! বেশির ভাগ মানুষই ভিতরে আটকে পড়েন। হোটেলের বোর্ডারদের মধ্যে অনেকেই বিদেশি। ভারতে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঝাঁপ মারতে থাকেন। আঘাত সামলাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই বাড়ি, দোকান থেকে গদি, ম্যাট্রেস এনে রাস্তায় পেতে দেন। এদিন সকাল ৯.৪৫ নাগাদ দিল্লি ফায়ার সার্ভিস অগ্নিকাণ্ডের খবর পায়। ছুটে আসে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। এর পরেই দ্রুত উদ্ধারকারী দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। তাঁদের উদ্ধার করে সেন্ট্রালাইজড অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ট্রমা সার্ভিসেস-এর অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেয়ে যান দমকলকর্মীরা। রেস্তোরাঁ থেকে পাশের একটি হোটেলেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকল কর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে হাত মিলিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। রয়েছেন নবি করিম পুলিশ স্টেশন। হোটেলটি হাউজ রানি লেনের ভিতরে। গলিটি ঘিঞ্জি এবং সরু। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, হোটেলে ২৫টি ঘর রয়েছে। কিন্তু লাইসেন্স ছিল ৬টি ঘরের। সেখানে ৪০ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদেশি। চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছেন। যে-সময় আগুন লাগে, সেই সময় সকলেই ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে আগুন লাগার পরে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে এভাবে এমন এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় আগুন লেগে এতগুলো মানুষের প্রাণ চলে যাওয়া নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। যথেষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পাটনায় কোচিং সেন্টারে গুলি

নয়াদিল্লি: খুবই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটাই কি অপরাধ খান স্যারের? বিহারের রাজধানী পাটনার কোচিং সেন্টার মাফিয়াদের আক্রোশের কারণ সেটাই। আর সেই রাগ মেটাতেই মঙ্গলবার ফয়জল খান ওরফে খান স্যারের কোচিং সেন্টারের সামনে গুলি চালাল সমাজবিরোধীরা। হুমকি দিল বোমা মেরে কোচিং সেন্টার উড়িয়ে দেওয়ার। ছিঁড়ে দিল কোচিংয়ের ব্যানার। গুলিতে জখম হয়েছেন এক নিরাপত্তারক্ষী। এর পরেই ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা শুরু করে ব্যাপক বিক্ষোভ। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবি জানায় তারা। নামানো হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কেন্দ্রকে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি: মোদি দিশাহারা, অর্থমন্ত্রী হতভম্ব। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটছে দ্রুত। অবিলম্বে কড়া সংস্কার না করা হলে সামনের অক্টোবরের মধ্যেই ভেঙে পড়তে পারে দেশের অর্থনীতি। এই ভাষাতেই মোদি সরকারকে কড়া সতর্কবার্তা দিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রাক্তন সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখনই সতর্ক না হলে বিশ্বঅর্থনীতিতেও প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে দেশকে।

ইরানের বর্তমান শীর্ষনেতা মোজতবা খামেনেই জীবিত আছেন বলে দাবি করলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। তিনি জানান, আমেরিকা-ইরান শান্তিচুক্তি সংক্রান্ত বৈঠকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন মোজতবা

দেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ 'হিটস্পট' উত্তরপ্রদেশ, সমীক্ষায় সতর্কতা

তাপপ্রবাহে ভারতে ৩০ হাজার মৃত্যুর আশঙ্কা!

নয়াদিল্লি: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বজুড়ে ক্রমাগত বাড়ছে তাপমাত্রা, যার সরাসরি কোপ পড়ছে ভারতে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাতে দেখা যাচ্ছে, মাত্র পাঁচদিনের এক তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়ে ভারতের উত্তরপ্রদেশে অন্তত ৮,০৫৬ জন মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এই বিপুল প্রাণহানির আশঙ্কার কারণে উত্তরপ্রদেশকে দেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও মারাত্মক 'হিটস্পট' বা তাপপ্রবাহের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা।

মূলত ২০২৪ সালের রেকর্ডভাঙা গরমের সময়কার মৃত্যুর হার, জনসংখ্যা এবং আবহাওয়ার ঐতিহাসিক ধরন বিশ্লেষণ করে মার্কিন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফর্নিয়ার দ্য গোল্ডম্যান স্কুল অফ পাবলিক পলিসির অধীন ইন্ডিয়া এনার্জি অ্যান্ড ক্লাইমেট সেন্টার-এর তরফে এক গবেষক দল এই পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে, চরম গরমে মৃত্যুর এই অনুমিত তালিকায়

উত্তরপ্রদেশের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিহার, যেখানে সম্ভাব্য মৃতের সংখ্যা হতে পারে প্রায় ৩,৬১৫। এরপরই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (২,৯৬৪ জন) এবং রাজস্থান (২,৬৬৪ জন)। গবেষকদের মতে, পুরো ভারতে মাত্র একদিনের তীব্র গরমেই অতিরিক্ত প্রায় ৩,৪০০ মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

আর এই তাপপ্রবাহ যদি টানা পাঁচদিন স্থায়ী হয়, তবে দেশজুড়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারে পৌঁছাতে পারে, যার মধ্যে এক চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ কেবল উত্তরপ্রদেশেই মারা যেতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাত— এই পাঁচটি রাজ্যে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৩ শতাংশ বাস করলেও তাপপ্রবাহজনিত মোট মৃত্যুর ৬০ শতাংশই এই রাজ্যগুলোতে ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে রাজ্যের বিশাল জনসংখ্যা, স্বাভাবিক সময়ে দৈনিক মৃত্যুর উচ্চহার এবং গ্রীষ্মকালে ধারাবাহিকভাবে চরম তাপমাত্রা বজায় থাকা। এই রাজ্যের প্রয়াগরাজ, লখনউ, কানপুর, আজমগড়, আগ্রা এবং বেরিলির মতো ঘনবসতিপূর্ণ জেলাগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে, যেখানে ৫ দিনের তাপপ্রবাহে প্রতিটি জেলায় ১৮০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা এই পূর্বাভাসের চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে। কারণ এই সমীক্ষাটি মূলত শহরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে; ফলে গ্রামীণ অঞ্চলের যে বিপুল জনসংখ্যা দীর্ঘ সময় ধরে খোলা আকাশের নিচে রোদে কাজ করতে বাধ্য হন, তাঁদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও মৃত্যুর সম্ভাবনা এখানে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের এই চরম বাস্তবতায় ভারতের মতো একটি জনবহুল দেশের জন্য এখন আর হাত গুটিয়ে বসে থাকার উপায় নেই। এই বিপর্যয় রুখতে অবিলম্বে কার্যকর প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং জেলাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট 'হিট অ্যাকশন প্ল্যান' বা গরম মোকাবেলা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সংঘাত

ভারতের ওপর ১২.৫% শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব ওয়াশিংটনের

নয়াদিল্লি: মোদির প্রবল ট্রাম্প-প্রীতির নমুনা! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) বুধবার ভারতের ওপর ১২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে। ওয়াশিংটনের দাবি, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জোরপূর্বক শ্রমে (ফোর্সড লেবার) উৎপাদিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ভারত আইনি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে এবং তা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিশ্বের ৫৪টি দেশের তালিকায় ভারতের নাম রয়েছে এবং এই পদক্ষেপটি এমন এক সময়ে এল যার ঠিক আগের দিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার, একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে পাকিস্তান, কানাডা, ইকুয়েডর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম, অর্থাৎ ১০ শতাংশ শুল্ক প্রস্তাব করেছে ইউএসটিআর।

সংস্থাটির মতে, এই দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রমের পণ্য আমদানি বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির (এআরটি) মাধ্যমে তা কার্যকর করতে রাজি হয়েছে। ভারতের এই ব্যর্থতাকে 'অযৌক্তিক' আখ্যা দিয়ে ইউএসটিআর জানিয়েছে, এর ফলে মার্কিন বাণিজ্য ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই প্রস্তাবিত শুল্ক আগামী ৭ জুলাইয়ের মধ্যেই কার্যকর হতে পারে।

ইউএসটিআর বর্তমানে এই বিষয়ে জনমত ও লিখিত মতামত আহ্বান করেছে, যা জমা দেওয়ার শেষ সময় ৬ জুলাই এবং ৭ জুলাই একটি গণশুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগেও আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের (আইইইপিএ) অধীনে মার্কিন শুল্কের কারণে ভারতের অর্থনীতি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা পরে অবৈধ ঘোষিত হয়। সেই সময় চড়া শুল্কের কারণে বিদেশি বিনিয়োগ বাজার থেকে চলে যায় এবং ভারতীয় মুদ্রার রেকর্ড পতন ঘটে; গত এক বছরেই রুপির মান প্রায় ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মাসের পর মাস ধরে একটি আনুষ্ঠানিক বাণিজ্য চুক্তি আটকে ছিল, কারণ আমেরিকা দাবি করেছিল যে ভারতকে রাশিয়ার তেল আমদানি কমাতে হবে এবং জিনগতভাবে পরিবর্তিত (জিএম) মার্কিন কৃষিপণ্য গ্রহণ করতে হবে। তবে গত ফেব্রুয়ারি মাসের ভারত-মার্কিন যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, ভারত সব ধরনের মার্কিন শিল্পপণ্য এবং শুকনো ডিসটিলার্স গ্রেইন, পশুখাদ্যের লাল জোয়ার, ড্রাই ফ্রুটস, সয়াবিন তেল ও ওয়াইন-সহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার বা হ্রাস করবে। অবশ্য দুই দেশের মধ্যে মতভেদের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন মার্কিন প্রশাসন পরে তাদের একটি তথ্যপত্র সংশোধন করে নয়া দিল্লির কাছ থেকে পাওয়া প্রতিশ্রুতির ভাষা কিছুটা নরম করে এবং ডিজিটাল পরিষেবা কর সংক্রান্ত অংশটি সম্পূর্ণ বাদ দেয়। আগের সংস্করণে বলা হয়েছিল ভারত ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি মার্কিন জ্বালানি ও তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য কিনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু সংশোধিত সংস্করণে 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' শব্দটির বদলে 'ইচ্ছুক' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এদিকে ওমানের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চালুর বিষয়ে সোমবার আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং দুই দেশ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির প্রথম ধাপের বিষয়ে একমত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা চলবে এবং চলতি মাসের শেষের দিকে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের নেওয়া পূর্ববর্তী আইইইপিএ শুল্কের চেয়ে এই 'সেকশন ৩০১' শুল্ক অনেক বেশি মারাত্মক হতে পারে। গত বছর মার্কিন দাবিগুলো ভারতের কাছে অযৌক্তিক মনে হওয়ায় আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর ভারতের ওপর সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছিল, যার ফলে ভারতীয় রফতানি খাত বড় ধাক্কা খায়।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সিজেপির আন্দোলনে ওয়াংচুক

নয়াদিল্লি: ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং নিট প্রশ্নফাঁস কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুললেন খ্যাতনামা উদ্ভাবক ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। তিনি সাফ জানিয়েছেন, আগামী ৫ জুনের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ না করলে, আগামী ৬ জুন দিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তিনি সশরীরে শামিল হবেন। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ এক ভিডিও বার্তায় সোনম ওয়াংচুক বলেন, যেকোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের নজিরবিহীন প্রশ্নফাঁস এবং অব্যবস্থার পর শিক্ষামন্ত্রীর নিজে থেকেই পদত্যাগ করা উচিত। ওয়াংচুক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শুধু ইচ্ছা থাকলেই দেশ গড়া যায় না, তার জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজন। বিগত ৩-৪ জন শিক্ষামন্ত্রীর পারফরম্যান্স দেখলেই বোঝা যায় দেশ 'বিকশিত' হওয়ার দিকে এগোচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি লেখেন, আমরা না করলে কে করবে? এখনই না হলে কখন হবে?

মণিপুরে পণবন্দি সঙ্কট

কুকি বন্দিদের মুক্তির প্রক্রিয়া বাতিল নাগা কাউন্সিলের

ইম্ফল: বিজেপি- শাসিত মণিপুরে চলমান পণবন্দি সংকট কাটার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কুকি গোষ্ঠীগুলোর হাতে বন্দি থাকা ছয় নাগা নাগরিককে মুক্তির দাবিতে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (ইউএনসি) তাদের হেফাজতে থাকা ১৪ জন কুকি বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছে। এক বিবৃতিতে ইউএনসি জানিয়েছে, নাগা জনগণের বর্তমান মনোভাব বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সংকটের জেরে কুকি ও নাগা উভয় সম্প্রদায়ই ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করায় স্থানীয় বাজার ও স্কুল-কলেজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। গত ১৩ মে কাংপোকপি জেলায় থাডৌ সম্প্রদায়ের তিন গির্জা প্রধানকে গুলি করে হত্যা করার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ওই দিনই অন্তত ১৪ জন কুকি এবং ৬ জন নাগাকে পণবন্দি করা হয়। জানা গেছে, থাডৌ ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (টিবিএআই) এবং ইউনাইটেড ব্যাপটিস্ট কাউন্সিলের (ইউবিসি) নেতারা চুরাচাঁদপুরের একটি সম্মেলন শেষে কাংপোকপি জেলায় ফিরছিলেন। সকালে কোটলেন ও কোটজিম গ্রামের মাঝামাঝি এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা তাঁদের দুটি গাড়ি লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালায়। বেশ কয়েকটি নাগা সংগঠনের যৌথ মঞ্চ 'জয়েন্ট ট্রাইবস কাউন্সিল' অপহৃত নাগাদের উদ্ধার করতে মণিপুর সরকারের ব্যর্থতার তীব্র সমালোচনা করেছে। একইসঙ্গে তারা দাবি জানিয়েছে, যতক্ষণ না ওই ৬ জন নাগা নাগরিককে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ যেন নাগা সংগঠনগুলোর হেফাজতে থাকা ১৪ জন কুকিকেও বন্দি রাখা হয়। এর আগে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এবং নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও নাগা ও কুকি উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের কাছে সমস্ত পণবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই আবেদন নিষ্ফল বলেই মনে করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলি জেলার ধনেখালি ব্লকের একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী গ্রাম হল গুড়াপ। এটা প্রধানত প্রাচীন টেরাকোটা মন্দির ও মনোরম পিকনিক স্পটের জন্য পরিচিত

পরিচ্ছন্ন শহর জব্বলপুর। উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্র এবং আইটি পার্কের জন্য সুপরিচিত। আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। পাহাড়, নদী, জলপ্রপাত, হ্রদ, বাঁধ মন্দির ইত্যাদি। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

ধুঁয়াধার জলপ্রপাত

ঘুরে আসুন জব্বলপুর

মধ্যপ্রদেশের একটি পরিচ্ছন্ন শহর জব্বলপুর। উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্র এবং আইটি পার্কের জন্য বিশেষভাবে সুপরিচিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। বলা হয়, জাবালি ঋষির নাম থেকে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে জব্বলপুর।

আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম দুমনা নেচার রিজার্ভ পার্ক। এটা একটা শান্ত এবং মনোরম ইকোট্যুরিজম কেন্দ্র। চিতল, বুনো শুয়োর, সজারু এবং অন্যান্য প্রজাতির পাখি উড়ে বেড়ায়। ১৮৮৩ সালে এখানে নির্মিত হয়েছে খান্ডারী বাঁধ।

জব্বলপুর শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট শহর ভেড়াঘাট। নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরে রয়েছে সুন্দর মার্বেল পাহাড়। বহু পর্যটক ঘুরে দেখেন।

পাশাপাশি এখানে রয়েছে নয়নাভিরাম ধুঁয়াধার জলপ্রপাত। নর্মদা নদীর প্রবল জলধারা প্রায় ১০ থেকে ৩০ মিটার উচ্চতা থেকে নিচে নেমে আসে। তীব্র বেগে জল পতনের সময় চারদিকে ধোঁয়ার মতো জলকণা সৃষ্টি হয়। তাই একে ধুয়াধার বা ধোঁয়াধর বলা হয়। বর্ষাকালে জলপ্রপাতটি পূর্ণ রূপ ধারণ করে।

মার্বেল পাহাড়

কঙ্কালী দেবী মন্দির

অঞ্চলের আরেকটি প্রধান দর্শনীয় স্থান দশম শতাব্দীর চৌষট্টি যোগিনী মন্দির। চৌষট্টিজন যোগিনী বা মহিলা যোগ সাধিকার মূর্তি খোদাই করা আছে। এখানে ললিতাসন নামক উপবিষ্ট ভঙ্গিতে যোগিনীদের মূর্তি দেখা যায়।

সংগ্রাম সাগর হ্রদ অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। পঞ্চদশ শতকে রাজা সংগ্রাম শাহ দ্বারা নির্মিত হ্রদটি পরিযায়ী পাখি এবং জলজ প্রাণীদের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এখানে দু-দণ্ড শান্তি পাওয়া যায়।

জবলপুরের কাছে টিগাওয়া গ্রামে অবস্থিত কঙ্কালী দেবী মন্দির। টিগাওয়া মন্দির নামেও পরিচিত। ভারতের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য এবং একটি চমৎকার গর্ভগৃহ রয়েছে। মন্দিরের ভিতরে রয়েছে নরসিংহ, শেশশাই বিষ্ণু এবং চামুন্ডা দেবীর মূর্তি। এটা দেবী কালীর আদি রূপ হিসেবে পূজিতা এবং শক্তিপীঠ হিসেবে পরিচিত।

নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত তিলওয়ারা ঘাট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৩৯ সালে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন। মহাত্মা গান্ধীর ভস্ম এখানে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। ঘাটের কাছেই তাঁর স্মৃতিসৌধ এবং প্রাচীন তিলওয়াদেশ্বর শিব মন্দির রয়েছে।

পিসানহারি কি মাদিয়া বা পিসানহারি কি মারহিয়া হল জব্বলপুর শহরের একটি ঐতিহাসিক জৈন মন্দির। জব্বলপুরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মেডিক্যাল কলেজ এলাকার কাছে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। পঞ্চদশ শতকে নির্মিত মন্দিরটি ধর্মীয় অনুরাগের এক অনন্য নিদর্শন।

জব্বলপুর শহরেই অবস্থিত রানি দুর্গাবতী জাদুঘর। ষোড়শ শতকের সাহসী রানি দুর্গাবতী নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর স্মরণেই নির্মিত হয়েছে জাদুঘরটি। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরে প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন শিলালিপি, বিরল মুদ্রা এবং মধ্যযুগীয় ভাস্কর্যের এক দুর্দান্ত সংগ্রহ রয়েছে।

নর্মদা নদীর উপর নির্মিত একটি অন্যতম প্রধান বহুমুখী জলবিদ্যুৎ ও সেচ প্রকল্প হল বর্গি বাঁধ। এটা নর্মদা নদীর তীরে নির্মিত ৩০টি বাঁধের মধ্যে প্রথম সমাপ্ত বাঁধ। বর্তমানে সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এখানে 'নর্মদা রানি' নামের একটি ক্রুজে জলাধারের মাঝে ঘুরে বেড়ানোর সুবিধা রয়েছে। এছাড়া স্পিড বোট এবং ওয়াটার স্কুটারের মতো রোমাঞ্চকর ওয়াটার স্পোর্টসও উপলব্ধ। জলাধারের চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সাতপুরা পর্বতমালার সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য পর্যটকরা এখানে ভিড় জমান।

জব্বলপুরের হনুমন্তল বড় জৈন মন্দির বা হনুমান-তাল মন্দির ১৬৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি ঐতিহাসিক ও দুর্গের মতো দেখতে জৈন মন্দির। ২২টি মূল বেদি বা বিহার নিয়ে গঠিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কার করা হয়েছিল।

নর্মদা নদীর তীরে গোয়ারী ঘাটে অবস্থিত গুরুদুয়ারা শ্রী গোয়ারী ঘাট সাহেব একটি ঐতিহাসিক শিখ তীর্থস্থান। প্রথম 'উদাসীর' সময় গুরু নানক তাঁর সঙ্গী মরদানার সঙ্গে নর্মদা নদীর তীর ধরে হেঁটে এই স্থানে পৌঁছান এবং নদী পার হন। গুরুদুয়ারা প্রাঙ্গণে প্রধান প্রার্থনা হলের পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি এবং দর্শনার্থীদের জন্য থাকার সুবিধা-সহ লঙ্গর হল রয়েছে।

জব্বলপুরে অবস্থিত ব্যালেন্সিং রক প্রকৃতির এক অদ্ভুত ভূতাত্ত্বিক বিস্ময়। একটি বিশাল আগ্নেয়শিলা অপর একটি পাথরে মাত্র ৬ বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর ভর দিয়ে মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয়, ভূমিকম্পেও এই পাথরের কোনও ক্ষতি হয়নি। সবমিলিয়ে জব্বলপুর ভ্রমণ মনের মধ্যে অফুরান আনন্দের জন্ম দেবে। দুই দিনের জন্য সপরিবারে ঘুরে আসতে পারেন।

ব্যালেন্সিং রক

কীভাবে যাবেন?

জব্বলপুর দুমনা বিমানবন্দর দেশের বাকি অংশের সঙ্গে বিমানের মাধ্যমে সংযুক্ত। যাওয়া যায় ট্রেনেও। সড়কপথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে প্রি-পেইড ট্যাক্সি, অটো রিকশা এবং বাস পাওয়া যায়। অন্যান্য অনেক শহর এবং রাজ্যের সঙ্গে রাস্তা সংযোগ রয়েছে।

কোথায় থাকবেন?

জব্বলপুরে আছে বেশকিছু হোটেল এবং গেস্ট হাউস। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভালো।

মাঠে ময়দানে
4 June, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুপস্থিত, চর্চায় রোহিত শর্মা

সিরাজকে নিয়ে ধোঁয়াশা, প্রস্তুতি শুরু শুভমনদের

নেটে ব্যাট করতে নামছেন গিল ও পন্থ। বুধবার।

মুল্লানপুর, ৩ জুন : সাদা বল ছেড়ে ফের লাল বলের গ্রহে শুভমন গিলরা। একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে বুধবার থেকেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টের প্রস্তুতিতে নেমে পড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

এদিনই ভারতীয় দলের বোলিং কোচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটল সাইরাজ বাহুতুলের। কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর-সহ দলের স্পিনারদের দিকে প্র্যাকটিসে কড়া নজর রাখলেন তিনি। অন্যদিকে, বেশ কিছুদিনের বিরতির পর ফের মাঠে দেখা গেল গৌতম গম্ভীরকে। বুধবার প্র্যাকটিস শুরুর আগে অধিনায়ক শুভমন এবং ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাকের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে গম্ভীরকে।

এদিকে, শনিবার থেকে শুরু টেস্টে মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ঝুলছে! সদ্যসমাপ্ত আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে টানা ১৭টি ম্যাচ খেলেছেন সিরাজ। তাই অভিজ্ঞ পেসারের ওয়ার্কলোড নিয়ে চিন্তায় টিম ম্যানেজমেন্ট। আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সিরাজ শিবিরে যোগ দিলেও, আপাতত মেডিক্যাল টিমের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিরাজের খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শেষ পর্যন্ত যদি সিরাজকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, তাহলে স্কোয়াডে ঢুকতে পারেন আকিব নবি। গত রঞ্জি মরশুমে ৬০ উইকেট নেওয়া জম্মু ও কাশ্মীরের পেসারকে নেট বোলার হিসাবে মুল্লানপুরে ডাকা হয়েছে। সিরাজ না খেললে নবির ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়তে পারে। তবে টেস্ট স্কোয়াডে থাকা আরেক পেসার গুর্নুর ব্রারও দৌড়ে রয়েছেন।

আইপিএলে পরের বার কামিন্সকে নিয়ে সংশয়

মেলবোর্ন, ৩ জুন : জাতীয় দলের খেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অতীতে বেশ কয়েকবার আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এবারের আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে খেললেও, প্যাট কামিন্স ইঙ্গিত দিলেন, আগামী বছর অ্যাসেজ, ভারত সিরিজ় এবং ওয়ান ডে বিশ্বকাপ থাকায় আইপিএল থেকে বিশ্রাম নিতে পারেন। কামিন্সের বক্তব্য, পরের বছর কোনও না কোনও পর্যায়ের ক্রিকেট খেলা থেকে বিরতি নিতে হবে। আমার কাছে টেস্ট এবং ওয়ান ডে বিশ্বকাপ সবার আগে। তবে ভারতে টেস্টের সিরিজের পর আর থাকতে পারব কি না বলতে পারছি না। অ্যাসেজের আগে একটু বিশ্রাম দরকার। তাঁর সংযোজন, সময় এগিয়ে এলেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেব।

দলের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব। কিছু কিছু বিষয় বদলাতেও পারে। দুটো চোটও সামলাতে হবে। এখনই চূড়ান্ত কথা বলতে পারছি না। প্রসঙ্গত, পরের বছর ভারতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলতে আসবে অস্ট্রেলিয়া। তার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট রয়েছে, যা অ্যাসেজের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে খেলা হবে। জুন মাসেই ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ টেস্টের অ্যাসেজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এর পর অক্টোবর-নভেম্বরে রয়েছে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ। এই কারণেই আইপিএল থেকে বিশ্রাম নিতে চান কামিন্স।

৪০ দিনের সফরে ১২টি ম্যাচ

নিউজিল্যান্ডে মেগা সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার

ক্রাইস্টচার্চ, ৩ জুন : চলতি বছরের অক্টোবরে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। ৪০ দিনের এই সফরে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মোট ১২টি ম্যাচ খেলবেন শুভমন গিলরা!

বুধবার এই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড সফর করবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। এই সময়ে দু'টি টেস্ট, পাঁচটি করে ওয়ান ডে এবং টি-২০ ম্যাচ খেলা হবে। দু'দেশের খেলাধুলোর সম্পর্কের ১০০ বছর উদযাপন করতেই এই মেগা সিরিজের আয়োজন করা হয়েছে। সফর শুরু হবে টি-২০ সিরিজ় দিয়ে। এর পর হবে ওয়ান ডে সিরিজ়। সব শেষে থাকছে দু'টি টেস্ট। অকল্যান্ডে শুরু টি-২০। টেস্ট দু'টি হবে ওয়েলিংটন এবং ক্রাইস্টচার্চে।

এদিন সিরিজের সূচি ঘোষণার সময় নিউজিল্যান্ড বোর্ডের শীর্ষ কর্তা গ্লেন ক্রিচলি বলেন, ভারত সিরিজের থেকে বড় কিছু হয় না। শুধু মাঠের ক্রিকেটই নয়, ভারতের সঙ্গে যে সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ভাগ করে নেয় নিউজিল্যান্ড, তাও উদযাপন করা হবে। বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরার মতো ক্রিকেটারকে আমরা দেখতে পাব। দুর্দান্ত একটা সিরিজ় দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

ঘোষিত সূচি

প্রথম টি-২০
২২ অক্টোবর, ক্রাইস্টচার্চ
দ্বিতীয় টি-২০
২৪ অক্টোবর, ক্রাইস্টচার্চ
তৃতীয় টি-২০
২৭ অক্টোবর, ওয়েলিংটন
চতুর্থ টি-২০
৩০ অক্টোবর, অকল্যান্ড
পঞ্চম টি-২০
১ নভেম্বর, হ্যামিলটন
প্রথম ওয়ান ডে
৪ নভেম্বর, অকল্যান্ড
দ্বিতীয় ওয়ান ডে
৭ নভেম্বর, ওয়েলিংটন।
তৃতীয় ওয়ান ডে
১০ নভেম্বর, হ্যামিলটন।
চতুর্থ ওয়ান ডে
১৩ নভেম্বর, মাউন্ট মাউনগানুই
পঞ্চম ওয়ান ডে
১৫ নভেম্বর, মাউন্ট মাউনগানুই
প্রথম টেস্ট
১৯-২৩ নভেম্বর, ওয়েলিংটন
দ্বিতীয় টেস্ট
২৭ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর, ক্রাইস্টচার্চ

ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে বিদায় সাবালেঙ্কার

প্যারিস, ৩ জুন : ফ্রেঞ্চ ওপেনে ফের লক্ষভ্রষ্ট পতন! এবার ছিটকে গেলেন মেয়েদের শীর্ষ বাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। বুধবার কোয়ার্টার্র ফাইনালে সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে চমক দিলেন রুশ তরুণী ডায়ানা স্নাইডার। তিন সেটের লড়াইয়ের পর, ৬-৩, ৫-৭, ০-৬ ফলে হেরে যান সাবালেঙ্কা। ফলে ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ের স্বপ্ন আপাতত অধরাই রয়ে গেল তাঁর।

এদিন আরেকটি চমক অবাছাই মাজা চওয়ালিনস্কার সেমিফাইনালে ওঠা। পোল্যান্ডের ২৪ বছর বয়সী তরুণী কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলে মূলপর্ব উঠেছিলেন। বুধবার মেয়েদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার্র ফাইনালে মাজা ৭-৬ (৭/৩), ৬-৩ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন রাশিয়ার আনা কালিনস্কায়াকে। প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামে সেমিফাইনালে ওঠার পর, কোর্টেই আবেগে ভেসে যান মাজা। এদিকে, জোয়াও ফনসেকার স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে দিলেন জাকুব মেনসিক। ১৯ বছরের ফনসেকা নোভাক জকোভিচকে

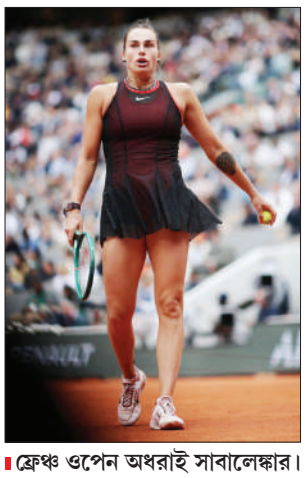

ফ্রেঞ্চ ওপেন অধরাই সাবালেঙ্কার।

হারানোর পর, আরেক তারকা ক্যাসপার রুডকে হারিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু ব্রাজিলীয় তরুণকে ৬-৪, ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) স্ট্রেট সেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট ছিনিয়ে নিলেন মেনসিক। ২০ বছর বয়সী চেক খেলোয়াড় এই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠলেন।

ম্যাচ ছাড়লেন সাত্ত্বিক-চিরাগ

জাকার্তা, ৩ জুন : গত রবিবার দু'বছরের ট্রফি-খরা কাটিয়ে সিঙ্গাপুর ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। যদিও ইন্দোনেশিয়া ওপেনের শুরুতেই ছিটকে গেলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। বুধবার পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ভারতীয় জুটি কোর্টে নেমেছিলেন, মালয়েশিয়ার অ্যারন তাই ও কাং খাই জিংয়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথম গেমে ৬-১১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় চোটের কারণে ম্যাচ ছেড়ে দেন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। ম্যাচের শুরু থেকেই কাঁধের চোট ভোগাচ্ছিল সাত্ত্বিককে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণা এতটাই তীব্র হয় যে, তিনি আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে এই কাঁধের চোটের জন্যই ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এদিকে, মিক্সড ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ভারতীয় জুটি রোহন কাপুর ও রুথভিকা গাদ্দে। তবে পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেলেন এইচ এস প্রণয়।

শেষ ম্যাচেও হার, সিরিজ হাতছাড়া

টনটন, ৩ মে : প্রথম ম্যাচে অনায়াসে জিতেও বাকি দুই ম্যাচে হেরে সিরিজ খোয়ালেন হরমনপ্রীত কৌররা। মঙ্গলবার টনটনে টি ২০ সিরিজের শেষ ম্যাচে তাঁরা ৬ উইকেটে হেরেছেন।

টি ২০ বিশ্বকাপের আগে এই হার অবশ্যই একটা বড় ধাক্কা। কিন্তু অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন এই হার থেকে প্রচুর পজিটিভ পেয়েছেন। বিশ্বকাপের আগে দুটি প্র্যাকটিস ম্যাচ পাচ্ছে ভারত। যা নিয়ে অধিনায়ক বলেন, টিম কম্বিনেশন নিয়ে ভাবতে পারব। অনেকেই বসে আছে। তবে বিশ্বকাপের প্রথম এগারো নিয়ে একটা ভাবনা আমাদের আছেই।

১২ জুন বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। ১৪ জুন ভারতের প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানের সঙ্গে। এই ম্যাচে অ্যালিস ক্যাপসি ও হিদার নাইটের জুটি ভাঙতে না পেরে হেরেছে ভারত। অধিনায়ক বলেছেন, আর একটা উইকেট নিতে পারলেই হয়তো ম্যাচের দখল তাঁদের দিকে চলে আসত। কিন্তু সেটা হয়নি। ভারত আগে ব্যাট করে ১৮০/৫ তুলেছিল। হরমনপ্রীত ৫৮ নট আউট ছিলেন। দীপ্তি ৩২ ও জেলাইমা করার ২৯ রান।

ইংল্যান্ড এরপর ৩২/৩ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপসি (৮২) ও নাইট (৭০ নট আউট) মিলে ১৩৭ রান তুলে দলকে ম্যাচ ও সিরিজ এনে দেন। তাঁরা ১৮.৩ ওভারে জয়ের রান তুলে নেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেকেআর কিনতে শুরুতে রাজি ছিলেন না শাহরুখ খান, দাবি ললিত মোদির

মাঠে ময়দানে

4 June, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ইয়ামাল-নিকোর সুস্থতা নিয়ে আশাবাদী ফুয়েন্তে

ফ্লোরিডা, ৩ জুন : বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগেই চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন লামিনে ইয়ামাল এবং নিকো উইলিয়ামস। বুধবার স্পেনের ভক্তদের জন্য সুখবর দিলেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।

চোটের কারণে ক্লাবের হয়ে মরশুমের শেষ দিকে কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারেননি দুই স্প্যানিশ তারকা। দুই তারকাই স্পেনের বিশ্বকাপ মিশনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কোচ লা ফুয়েন্তে দু'জনকেই ২৬ সদস্যের দলে রেখেছিলেন। 'এইচ' গ্রুপে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে ১৫ জুন আটলান্টায় বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করছে স্পেন। বুধবার ফুয়েন্তে বলেছেন, ক্লাবগুলির সঙ্গে আমরা সবসময় যোগাযোগ রেখে চলছিলাম। তাই আমরা ওদের রেখেই দল গড়েছি। ওরা প্রত্যেক দিনই উন্নতি করছে।

স্পেনের কোচ আরও জানিয়েছেন, চোটগ্রস্ত ফুটবলাররা প্রত্যাশামতোই সেরে উঠছেন। তবে ইরাকের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার প্রাক বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে দু'জনেই খেলবেন না। বিশ্বের অন্যতম সেরা কিশোর তারকা ইয়ামালের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পেনের কোচ বলেছেন, এখন পর্যন্ত যেভাবে সব কিছু এগোচ্ছে, তাতে ১৫ জুনের মধ্যে ইয়ামাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। তবে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে তাকে

খেলাব কি না, সে ব্যাপারে আমি এখনই নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।

বিশ্বকাপে খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার স্পেন। ২০২৪ সালে ইউরো কাপ জয়ী দলটিতে বিশেষ বদল হয়নি। ফুয়েন্তে বলেছেন, এটি একটি ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। কারণ, এবার অনেক বেশি দলের খেতাব জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

ফাইনালে ভারত

মারগাঁও, ৩ জুন : মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ভুটানকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠল ভারত। গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে বুধবার সেমিফাইনালে সঙ্গীতা বাসফোরদের কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় ভুটানের মেয়েরা। প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে ৬১ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন সনফিদা। অভিকা সিং আগেই ফিনিশ

গোলের উচ্ছ্বাস সনফিদার।

করতে পারতেন। কিন্তু জটলার মধ্যে থেকে বল সনফিদার কাছে এলে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি সনফিদা। শেষ পর্যন্ত এই গোল ভারতের ফাইনাল নিশ্চিত করে। ফাইনালে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

চ্যাম্পিয়ন টাউন

প্রতিবেদন: পি সেন ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল টাউন ক্লাব। বুধবার তারা ফাইনালে বিজেডি নিয়মে ইস্টবেঙ্গলকে ৫ উইকেটে হারাল। সল্টলেকের জেইউ ক্যাম্পাসের মাঠে ইস্টবেঙ্গল প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ৩১৬ রান করে। সুদীপ ঘরামি ১০৬ রান করেন। কিন্তু দিনের শেষে সুদীপের সেঞ্চুরি কাজে এল না। বৃষ্টির কারণে টাউনের সামনে বিজেডি নিয়মে জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪২ ওভারে ২৬০। টাউন ৪০.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৬৩ রান করে জয় তুলে নেয়। টাউনের জয়ে অবদান ঐশিক প্যাটেল (৭৫ অপরাজিত) ও সুপ্রদীপ দেবনাথের (৬৬)।

বাবাদের ছায়াতেই খেলবেন হালান্ডরা

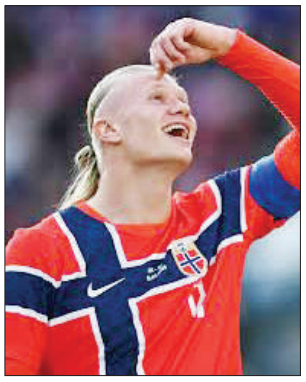

ফ্লোরিডা, ৩ জুন : এখনও পর্যন্ত ২৭ জোড়া বাবা-ছেলে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশ নিয়েছেন। এবার সেই সংখ্যাটা আরও বাড়বে মেক্সিকো, আমেরিকা ও কানাডায়।

আসন্ন বিশ্বকাপে বিখ্যাত বাবাদের যেসব সন্তানেরা খেলবেন তাঁদের মধ্যে আছেন আরলিং হালান্ড, জাস্টিন ক্লুইভার্ট, লুকা জিদান ও ক্রিস্টিয়ান থর্সভেড। এরা সবাই ১১ জুন থেকে শুরু হওয়া টুর্নামেন্টে তাদের বাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

২০০২-এ আমেরিকার হয়ে খেলেছিলেন গ্রেগ বারহল্টার। তাঁর ছেলে মিডফিল্ডার সেবাস্তিয়ান এবার খেলবেন দেশের মাঠে আমেরিকার হয়ে। পর্তুগাল উইঙ্গার ফ্রান্সিসকো কনসিকাও খেলবেন তাঁর বাবা সার্জিও কনসিকাওয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। যিনি ২০০২-এ খেলেছিলেন পর্তুগালের হয়ে।

ইংল্যান্ডের হয়ে যুব ফুটবলে অল্প কিছু ম্যাচ খেলা অ্যাঙ্গাস গান এখন স্কটল্যান্ডের একনম্বর গোলকিপার। তাঁর বাবা ব্রায়ান গান ১৯৯০-এর বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন। এদিকে, গোলমেশিন আর্লিং হাল্যান্ডকে তাঁর ম্যান সিটিতে খেলা বাবার সুনামের সঙ্গে লড়তে হবে। অ্যালফি হাল্যান্ড ১৯৯৪ বিশ্বকাপে নরওয়ের হয়ে খেলেছেন। যেমন ১৯৯৮ বিশ্বকাপে হল্যান্ড দলে খেলা প্যাট্রিক ক্লুইভার্টের ছেলে জাস্টিন এবার খেলবেন জাতীয় দলের হয়ে।

অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ-সহ বহু টুর্নামেন্টে খেলেছেন। এবার তাঁর ছেলে জিউলিয়ানো পিতৃ পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। লিয়ো মেসির দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। তবে আর একজনের কথাও না বললে নয়। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকাকে দেখা যাবে আলজেরিয়ার জার্সি গায়ে গোলের নিচে দাঁড়াতে। ফিফা অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে খেলা জিদান-পুত্র পরে ঠাকুর্দার দেশ আলজেরিয়াকে বেছে নিয়েছেন।

কার্লসেনকে ফের হারালেন প্রজ্ঞা

অসলো, ৩ জুন : নরওয়ে দাবায় ফের চমক রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। বিশ্বের একনম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার হারিয়েছেন ২০ বছর বয়সী প্রজ্ঞা। অষ্টম রাউন্ডের ম্যাচে কালো ঘুঁটি নিয়ে শুরু করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। ম্যাচ যত গড়িয়েছে, ততই ভারতীয় দাবাড়ুর বুদ্ধিদীপ্ত চালে কোণঠাসা হয়েছেন কার্লসেন। একটা সময় প্রবল চাপেরমুখে ভুল চাল চেলে ফেলেন কার্লসেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে চেকমেট করেন প্রজ্ঞানন্দ। এই জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্ট নিয়ে

তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছেন ভারতীয় দাবাড়ু।

এর আগে চলতি টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলে কার্লসেনকে হারিয়েছিলেন প্রজ্ঞা। এর আগে ২০২৮ সালেও ক্লাসিক্যাল দাবায় কার্লসেনকে হারিয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। এদিনের জয়ের পর, ভারতীয় দাবাড়ু বলেছেন, কার্লসেনের বিরুদ্ধে জেতা দারুণ ব্যাপার। টুর্নামেন্টের এই পর্যায়ে ম্যাচ জেতাটাই আসল কথা। কার্লসেনকে হারিয়েছি। এটা ভাবার থেকে টুর্নামেন্ট জেতাটাই আসল।

এদিকে, প্রজ্ঞার জয়ের দিনে হেরে গিয়েছেন ডি গুকেশ। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দাবাড়ুকে কিস্তিমাত করে দেন ফরাসি গ্র্যান্ডমাস্টার আলিরেজা ফিরোজ্জা। এই হারের পর খেতাবি দৌড় থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন গুকেশ।

লিগের গ্রুপ বিন্যাসে স্বচ্ছতা চান বাস্তব

প্রতিবেদন: তিন প্রধানের মধ্যে সবার আগে ঘরোয়া লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহনবাগান। বুধবার নিজেদের মাঠে কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শুরু করে দিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আর

প্রস্তুতি শুরু বাগানের। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দিনেই আইএফএ-র সঙ্গে লেগে গেল মোহনবাগানের। কোচ বাস্তব লিগের গ্রুপ বিন্যাস নিয়ে বার্তা দিয়ে রাখলেন আইএফএ-কে। গত মরশুমে গ্রুপ বিন্যাস নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। মোহনবাগান কোচ চান লটারিতে যেন স্বচ্ছতা থাকে। বাস্তব বলেছেন, লিগ কবে শুরু হবে, ফরম্যাট কী হবে জানি না। তবে গ্রুপ বিন্যাসের লটারিতে যেন স্বচ্ছতা থাকে। সারা বিশ্বে যেভাবে লটারি বা ড্র হয়, সেটাই হওয়া উচিত। না হলে স্বচ্ছতা থাকে না।

পাল্টা আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, বাস্তব রায় শ্রদ্ধেয় কোচ। উনি কি গতবার লটারিতে ছিলেন? জানলেন কী করে, গতবার কীভাবে লিগের ড্র হয়েছিল? প্রশাসনের কাজ প্রশাসকরা দেখবেন। উনি বরং কোচিংয়ে মন দিন। প্রথম দিন বাগানের অনুশীলনে ১৯ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়র দলের ফুটবলারদের মধ্যে আইএসএলে খেলা একমাত্র দীপেন্দু বিশ্বাস ছিলেন অনুশীলনে। রিজার্ভ দলের জুনিয়রদের সঙ্গে নতুন সই করা তন্ময় ঘোষ, রাজ বাসফোররাও প্রস্তুতিতে যোগ দেন। কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাট, অভিষেক সূর্যবংশীরা পরে যোগ দেবেন অনুশীলনে।

নতুন প্রযুক্তিতে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দ্রুত

নিউ জার্সি, ৩ জুন : অফসাইডের পতাকা তুলতে অনেক ক্ষেত্রেই সহকারী রেফারিদের বেশ দেরি হয়। তবে এবারের বিশ্বকাপে হয়তো আর এমনটা হবে না। আসন্ন বিশ্বকাপে নতুন প্রযুক্তি আনছে ফিফা। এর ফলে অফসাইডের সিদ্ধান্ত দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে নেওয়া সম্ভব হবে।

ফিফা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভার-এর জন্য আরও উন্নত সেমি-অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি চালু করা হবে। বল সেন্সর, এআই ক্যামেরা নতুন সিস্টেমে গতি আনবে। এই প্রযুক্তির কারণে সরকারী রেফারিদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। অফসাইড নিশ্চিত হলেই দ্রুত পতাকা তোলার সুযোগ থাকবে।

কীভাবে কাজ করবে এই প্রযুক্তি? নতুন

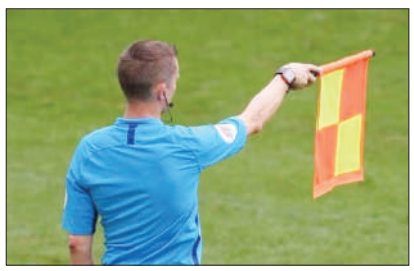

ব্যবস্থায় কোনও ফুটবলার ১০ সেন্টিমিটারের বেশি অফসাইডে থাকলে তৎক্ষণাৎ সহকারী রেফারির কাছে অডিও-বার্তা পৌঁছে যাবে। এর আগে ক্লাব বিশ্বকাপ ও ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তি তখনই সংকেত দিত, যখন একজন খেলোয়াড় ৫০ সেন্টিমিটারের বেশি অফসাইডে থাকতেন। তবে পতাকা তুলে খেলা থামানো হবে কখন, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন সহকারী রেফারিই। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি সন্দেহ হলে তিনি সেক্ষেত্রে পতাকা নাও তুলতে পারেন।

তবে কম দূরত্বের বা খুব কাছাকাছি অফসাইড পরিস্থিতি যাচাই করতে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকবে। ফুটবলাররা মাটিতে পড়ে থাকলে বা একাধিক খেলোয়াড় কাছাকাছি থাকলে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হতে পারে। ফিফার আশা, নতুন প্রযুক্তি ফুটবলার ও সমর্থকদের হতাশা কমাবে। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তের জন্য প্রতিটি খেলোয়াড়ের এআই-সক্ষম থ্রিডি অবতারও তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছে ফিফা।

মাঠে ময়দানে
4 June, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিলামে ফুটবল সম্রাট পেলের ১৯৫৮ বিশ্বকাপ ফাইনালের ঐতিহাসিক জার্সি

মেসির অবসর-ভাবনা নেই, দাবি স্কালোনির

কনসাস সিটি, ৩ জুন : ২০২৬ বিশ্বকাপই কি শেষ লিওনেল মেসির? ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে তুঙ্গে চর্চা। তবে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি দাবি করেছেন, অবসরের কথা ভাবছেনই না কাতার বিশ্বকাপে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়ক।

ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে চলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে ১৭ জুন আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে খেলার মরিয়া চেষ্টা করছেন মেসি। আপাতত একাকী অনুশীলন করছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। স্কালোনির ট্যাকটিক্যাল অনুশীলনে যোগ দিচ্ছেন না। ৭ জুন হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচে হয়তো খেলার জায়গায় থাকবেন না মেসি। এর পর ১০ জুন আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে কিছু সময়ের জন্য খেলতে পারেন। কোচ স্কালোনি-সহ গোটা দলের আশা, প্রথম ম্যাচের আগেই মেসি সম্পূর্ণ ফিট হয়ে উঠবেন।

অনুরাগীদের আশ্বস্ত করে স্কালোনি বলেছেন, মেসি যত দিন চাইবে, খেলবে। আমরা জানি, ও কী ধরনের ফুটবলার। তাই মেসির ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলাটা আমাদের অবাক করছে না। ৮ বছরের মেসি ক্লাব ও দেশের হয়ে প্রায় সব ট্রফিই জিতেছেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২২ সালে কাতারে ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নপূরণ করেছেন এলএম টেন। তবুও সাফল্যের খিদে এতটুকু কমেনি লিওর। উচ্ছ্বসিত স্কালোনি বলেছেন, মেসি এখনও প্রতিমুহূর্তে সেরা হতে চায়। প্রতিনিয়ত প্রমাণ করে, ওর জয়ের খিদে এখনও আগের মতো রয়েছে। আমি সব সময় মেসির সঙ্গে কথা বলি। ওর কাছে জানতে চাই, কেমন আছে। এরপর আমরা একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিই।

দুটো প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য যে রণকৌশল সাজাচ্ছেন স্কালোনি, তাতে মেসি ও গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ নেই। মার্টিনেজেরও চোট রয়েছে। চোটের তালিকায় আরও কয়েকজন রয়েছেন।

দুই সতীর্থ পারাদেস ও ডি'পলের সঙ্গে খোশমেজাজে মেসি।

ইবোলা-আতঙ্ক

কঙ্গো-চিলি ম্যাচ বাতিল

মাদ্রিদ, ৩ মে : ইবোলার ছায়া এবার বিশ্বকাপেও। যার জেরে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো ও চিলির মধ্যে প্রাক বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল হয়ে গেল। ৯ জুন এই খেলাটি হওয়ার কথা ছিল স্পেনের শহর লা লিনিয়া ডি লা কনসেপশন-এ। কিন্তু স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তারা ইবোলা নিয়ে সতর্কতা জারি করায় এই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে। শহরের মেয়র এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেছেন স্বাস্থ্য কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পরই এমন সিদ্ধান্ত। দক্ষিণ স্পেনের এই শহরের মেয়র জুয়ান ফ্র্যাঙ্কো বলেছেন, আমি স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কথা মেনে খেলা বাতিলের কথা জানিয়েছি। তারা বলেছিল এই ম্যাচ হলে ঝুঁকির কারণ থাকতে পারে। জাইর নামে ১৯৭৪-এ শেষবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল কঙ্গো। বুধবার তাদের ডেনমার্কের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা। দলটি অবশ্য অনেকদিন ধরেই ডেনমার্কে আছে। তাদের দেশে গত মাসে ইবোলা হানা দেওয়ার পর দেশে বিশ্বকাপ প্রস্তুতির পরিকল্পনা বাতিল করে কঙ্গো দলটি ডেনমার্কে প্রস্তুতি সারছে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই জানিয়েছে যে ২১ দিনের আইশোলসন শেষ করে তবেই কঙ্গো তাদের দেশে পা রাখতে পারবে।

আমরা ফেভারিট নই, বলছেন কাসেমিরো

নিউ জার্সি, ৩ জুন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথমবার প্র্যাকটিসে নেমে পড়ল পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। 'হেক্সা' (ষষ্ঠ বিশ্বকাপ ট্রফি) জয়ের লক্ষ্যে মঙ্গলবারই আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিল সেলেকাও বাহিনী। বুধবার থেকেই নিউ জার্সির রেডবুল এরিনায় প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন কার্লো আনচেলোত্তির ফুটবলাররা। যদিও দলের অন্যতম অভিজ্ঞ সদস্য কাসেমিরো কোনও রাখঢাক না করেই জানাচ্ছেন, এবারের বিশ্বকাপ জয়ের ফেভারিট নয় ব্রাজিল! ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার বলছেন, আমরা কাপ জয়ের প্রবল দাবিদার নই। তবে দল যথেষ্ট ভাল কন্ডিশনে রয়েছে। সবথেকে বড় কথা, এবারের দলে অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের দুর্দান্ত মিশেল আছে। কাসেমিরো আরও বলেছেন, আমরা হয়তো বাকি ফেভারিটদের তুলনায় এক ধাপ পিছিয়ে রয়েছি। কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়ে সতর্ক এবং সেরাটা দিতে তৈরি। বিশ্বকাপে মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। এমন ফুটবল উপহার দিতে চাই, যাতে সমর্থকরা আনন্দ পান।

রেডবুল এরিনায় ব্রাজিলের ট্রেনিং সেশন।

ব্রাজিলীয় ফুটবলের কঠিন সময়ে প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন আনচেলোত্তি। এই প্রসঙ্গে কাসেমিরোর বক্তব্য, আমাদের কোচের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। উনি বিশ্ব ফুটবলে অসাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন কোচ হলেও বাস্তবে আমরা একসঙ্গে মাত্র ৪০ দিন কাজ করেছি। তবুও আমি মনে করি, আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল হিসেবেই বিশ্বকাপ খেলতে নামব। আগামী শনিবার (৬ মার্চ) ক্লিভল্যান্ডে মিসরের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপে 'সি' গ্রুপে রয়েছে ব্রাজিল। গ্রুপের বাকি তিন দল—মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ১৩ জুন মরক্কো ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবেন নেইমাররা। গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ যথাক্রমে ১৯ জুন (হাইতি) এবং ২৪ জুন (স্কটল্যান্ড)।

এমবাপেদের উৎসাহ দিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ৩ মে : আর একটা বিশ্বকাপের জন্য ফ্রান্স যে কত মরিয়া সেটা বোঝা যাচ্ছে কোচ থেকে প্লেয়ারদের কথাবার্তায়। ১৪ বছর জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলে এবার সরে যাবেন কোচ দিদিয়ের দেশাঁ। বিদায়বেলায় তাঁর হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিতে চান এমবাপেরা।

এই আবহে এমবাপে, ডেম্বেলেদের বিশ্বকাপ যাত্রার আগে তাঁদের শিবিরে গিয়ে দেখা করলেন সস্ত্রীক ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন সেটা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লিখেছে, বিশ্বকাপ যাত্রার আগে প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন ও ফার্স্ট লেডি ব্রিজিৎ ম্যাক্রন জাতীয় দলের ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। ফরাসি দল এবারের টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট। পোস্টে কোচ দেশর ১৪ বছরের কেরিয়ার যে এই টার্নামেন্টে শেষ হতে যাচ্ছে সেটাও উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬ জুন নিউ জার্সিতে ফ্রান্স বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলবে সেনেগালের বিরুদ্ধে। এল গ্রুপে এই দুই দল ছাড়া আর খেলবে ইরাক ও নরওয়ে।

দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স ২০১৪-তে কোয়ার্টার ফাইনালে শেষ করলেও ২৯১৮-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। ২০২২-এ তারা আর্জেন্টিনার কাছে হেরে রানার্স হয়েছিল। পিএসজির পরপর দুবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর ফরাসি সমর্থকেরা এখন বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখছেন।

কাপ জিততেই এসেছি : কেন

ফ্লোরিডা, ৩ জুন : টাচডাউন ইন ফ্লোরিডা, লেট'স গো। ফ্লোরিডার মাটি ছুঁয়ে ফেললাম। এবার চল। আমেরিকার মাটিতে পা রেখে প্রথম বার্তা ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেনের। বোঝাই যাচ্ছে তিনি দল নিয়ে যাবতীয় বিতর্ক পিছনে ফেলে সামনে তাকাতে চাইছেন। কেন বলেছেন, এবার যত ট্রফি জিতেছি, যত গোল করেছি সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি। দেশের হয়ে ট্রফি জিতলে সেটাই হবে আরও বড় ব্যাপার। আর আমরা জিততেই এসেছি।

ফ্লোরিডা পৌঁছে কেন নিজেই দলের ছবি পোস্ট করেছেন। যার অর্থ, বুন্দেশলিগায় বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে বিধ্বংসী মেজাজে থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়ক বিশ্বকাপেও ভাল কিছু করার মুডে আছেন। '৬৬-তে ববি মুরের নেতৃত্বে বিশ্বকাপ যেটা ইংল্যান্ড এল গ্রুপে ক্রোয়েশিয়া, ঘন ও পানেমার সঙ্গে রয়েছে। এই পানামা আবার প্রস্তুতি ম্যাচে ব্রাজিলের কাছে আধ ডজন গোল খেয়েছে। নিজেদের গ্রুপে থ্রি লায়ন্সের সবথেকে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হল ক্রোয়েশিয়া।

জোরকদমে চলছে ইংল্যান্ড ফুটবল দলের অনুশীলন।

২৬ জনের ইংল্যান্ড দলের প্রাথমিক কাজ হল ফ্লোরিডার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। তবে মে-র শেষে দল ঘোষণার পর তুমুল বিতর্ক হয়েছে সিনিয়রদের কয়েকজনকে কোচ টুহেল বাদ দেওয়ায়। এই দলে নেই কোল পামার, হ্যারি ম্যাগুয়ের, ফিল ফডেন। কিন্তু টুহেল জুনিয়রদের নিয়েই দল গড়ার জেদ করেছিলেন। আসন্ন বিশ্বকাপে ৪৮ দল অংশ নেবে। মোট ১২৪৮ জন প্লেয়ার মাঠে নামবেন। এর মধ্যে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নিতে হবে কেনের দলকে।